শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।
জয়তিঃ।

বৃহৎ পাষণ্ডদলন।

অর্থাৎ

অন্যান্য যুগাম্মহাগ্রগণ্য সুধন্য কলিযুগে
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
সুরধুনীসন্নিধ নবদ্বীপে প্রচ্ছন্নাবির্ভূত বিনির্ণয়ার্থ

এবং

শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্ভক্তি মাহাত্ম্য তথা
শ্রীমদ্গুরু মাহাত্ম্য এবং শ্রীমদ্ভগবন্নামমাহাত্ম্যাদি
নিখিল পরমভাগবত জনানাং উল্লাসার্থ এবং
বহির্মুখ মূঢ় বদ্ধ পাষণ্ডী জনগণানাং
সুদৃঢ় এবং সুবোধার্থ
পুরাণ তন্ত্র আগম এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্রের
প্রমাণ প্রয়োগ শ্লোক এবং শ্লোকার্থ
শ্রীমদ্বীরভদ্র গোস্বামি মহানুভব করণক সংগৃহীত
সংপ্রতি
শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীলস্যানুজ্ঞানুসারে

কলিকাতা

শ্রীনৃত্যলাল শীলের

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

সূচিপত্র।

পাষণ্ড দলনে প্রথম পরিসীমা।

পাষণ্ড দলনে দ্বিতীয় পরিসীমা।

তথাহি।

যস্যনাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞাঃশাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

এইমত সর্ব্ব শাস্ত্রে গৌর অবতার। দেখিয়া না দেখে তাহা পাষণ্ডী দুর্ব্বার ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য রূপ দয়ার নাহি অন্ত। হেন প্রভু নাহি জানে পাষণ্ডী দুরন্ত ॥ এসব সিদ্ধান্ত প্রতি পাষণ্ডীরগণ। আঁধলের অগ্রে যেন দেখায়ে দর্পণ ॥ ২৭ ॥

চৈতন্যের গুণ শুনি যেবা পায় দুঃখ। আগুনি জ্বালিয়া আনি পুড়ি তার মুখ ॥ চৈতন্যের পাদপদ্মে রতি নাহি যার। সে পাষণ্ডী পাপী সব যাউক্ ছারেখার ॥ চৈতন্য চরণ যেই কৈল আশ্রয়ণ। তাহার চরণ রেণু আমার জীবন ॥ চৈতন্য বিমুখ যেই সেই সব জনে। কভু নাহি দেখি যেন তাহার বদনে ॥ এই ভিক্ষা মাগি আমি চৈতন্য চরণে। এসব পাষণ্ড সঙ্গে নহে দরশনে ॥

তথাহি পাদ্মে লোমশমুনি বাক্যং।

চণ্ডালোপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্য দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ ॥ ২৮ ॥

বৈষ্ণব মহিমা এবে শুন সর্ব্বজন। যাহা শুনি চমৎকার পাষণ্ডীর গণ ॥ অনন্ত ভকতগণ অনন্ত গণন। ভূমিতে পড়িয়া বন্দো সবার চরণ ॥ বৈষ্ণব গোসাঞি মোর বড় দয়াময়। মনোভীষ্ট পূর্ণ যার কৃপা মাত্রে হয় ॥ বৈষ্ণব মহিমা কহি শুনহ সংসারে। সর্ব্ব শাস্ত্র মত কিছু কহিব বিচারে ॥ শাস্ত্র বিচার কথা কহিতে অভাজন। মুঞি মূর্খ কিছু কহি শুন দিয়া

মন ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী। কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥ সর্ব্ববর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়। যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ লোমশ মুনির বাক্য শ্রীপদ্ম পুরাণে। শুনিয়া পাষণ্ডীগণ ভাবে মনে মনে ॥ ২৮ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীভগবদ্বাক্যং।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃপ্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচপূজ্যো যথাহ্যহং ॥ ২৯ ॥

ভাগবতে আছে যৈছে কৃষ্ণের বচন। শুনিতে আনন্দ বড় পাষণ্ডীদলন ॥ শুনহ সকল লোক বৈষ্ণব মহিমা। কিঞ্চিৎ করিয়া কহি মুঞি মূর্খজনা ॥ বামন হইয়া চাহোঁ চাঁদ ধরিবারে। অল্প করি কহি কিছু শুনহ সংসারে ॥ অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয়পাত্র। শাস্ত্রে বুলে যেই ভজে সেই প্রিয়পাত্র ॥ ভক্তে যেই দেন কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ। অভক্ত বিপ্রের দ্রব্য না করে স্পর্শন ॥ ২৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ন শূদ্রাভগবদ্ভক্তাস্তেপিভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৩০ ॥

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে। সেই জন ভাগবত শুনহ সংসারে ॥ উত্তম বর্ণেতে নাহি ভজে জনার্দ্দন। সর্ব্ববর্ণ মধ্যে শূদ্র হয় সেই জন ॥ ভাগবতে কহিয়াছে সিদ্ধান্তের সার। তথাপি পাষণ্ড সব না করে বিচার ॥ ৩০ ॥

তথাহি পঞ্চমস্কন্ধে।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ, পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। মন্যেতদর্পিত মনো-

বচনে হিতার্থং, প্রাণং পুনাতি স্বকুলং নতুভূ-
রিমানঃ ॥ ৩১ ॥

পঞ্চম স্কন্ধেতে আছে সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড। যাহা শুনি চূর্ণ হয় পাপীষ্ঠ পাষণ্ড ॥ দ্বাদশ গুণেতে যুক্ত হয়েত ব্রাহ্মণ। বিমুখ হইলে পদ্মনাভের চরণ ॥ শ্বপচ হইতে নীচ সেই সে অধম। শ্বপচে ভজিলে কৃষ্ণ সভার উত্তম ॥ ৩১ ॥

তথাহি পাদ্মে।

প্রবর্ত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবর্ত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্ববর্ণা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩২ ॥

পদ্ম পুরাণেতে আর কহিয়াছে নিশ্চিত। পাষণ্ডীরগণ তাতে করয়ে দ্বৈহিত ॥ প্রবর্ত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সেই দ্বিজোত্তম। নিবর্ত্তে বৈষ্ণবীচক্রে পৃথক্ সেই জন ॥ ৩২ ॥

তথাহি বিষ্ণু পুরাণে।

অর্চ্চে বিষ্ণোঃ শিলাধী গুরুষু নরমতিবৈষ্ণবে
জাতিবুদ্ধি, র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল মথনে
পাদ তীর্থেয়ুবুদ্ধিঃ। বিষ্ণো নির্ম্মাল্য নাম্নোঃ কলুষ
দহনয়োরন্য সামান্য বুদ্ধি, র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে
তদিতর সমধী র্যস্য বা নারকী সঃ ॥

বিষ্ণু পুরাণেতে দেখ প্রকট প্রমাণ। যাহা শুনি পাষণ্ডীর-গণে সাবধান ॥ বৈষ্ণব দেখিয়া যেই জাতি বুদ্ধি করে। তা-হার সমান পাপী নাহিক সংসারে ॥ নরকে তাহার বাস কহিল নিশ্চয়। ফুকরি ফুকরি ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ বিষ্ণুর প্রতিমা শিলা গুরু নর জানে। বিষ্ণু বৈষ্ণবের চরণামৃতে জল জ্ঞানে ॥ সিদ্ধ বস্তু নামমন্ত্র জাপে পাপক্ষয়। সামান্য শব্দের

বুদ্ধি তাহাকে করয়॥ কৃষ্ণের সহিতে অন্য করয়ে সমান। সেইত নারকী শ্রেষ্ঠ পাষণ্ডী প্রধান॥ ৩৩॥

তথাহি পাদ্মে।

শূদ্রংবা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচংতথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যং সযাতি নরকংধ্রুবং॥ ৩৪॥

পদ্ম পুরাণেতে আছে সিদ্ধান্ত বিস্তার। শুনিয়া পাষণ্ডী বলে না পুছিব আর॥ কৃষ্ণভক্ত শূদ্র নীচ চণ্ডাল যবন। তাঁর জাতি দৃষ্ট কৈলে নরকে গমন॥ ৩৪॥

তথাহি আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

মদ্ভক্তাযত্রগচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃস্তুত্রিভিঃসহ॥ ৩৫॥

আদি পুরাণেতে কথা অর্জ্জুন গোবিন্দ। শুনিয়া পাষণ্ডীগণের মনে লাগে ধন্দ॥ ভক্ত পশ্চাতে মুক্তি বুলে স্তুতি করি। সত্যং বলে শাস্ত্র শুনহ বিচারি॥ ৩৪॥

তথাহি হরিভক্তি কল্পলতিকায়াং।

পুণ্যাম্ভোধি ভবাতমো বিঘটিনী সৎসঙ্গ মূলোত্তমা,
শ্রদ্ধাপল্লবিনী বিরক্তি কলিকা প্রেম প্রসূনোজ্জ্বলা।
সান্দ্রানন্দবসাবহঞ্চ পরমং জ্ঞানং পরংবিভ্রতী,
সেয়ং শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ভূয়াৎ সতাং প্রীতয়ে॥ ৩৬॥

প্রমাণ শাস্ত্রের মত এই দিলোঁ সীমা। কার শক্তি আছে ইহা খণ্ডুক আসিয়া॥ দান ধর্ম্মে তপ যজ্ঞে কভু ভক্তি নয়। নিশ্চয় জানিহ লোক সাধুসঙ্গে হয়॥ হরিভক্তি কল্পলতিকায় ভক্তিলতা। সাধুসঙ্গ জড় তার জানিহ সর্ব্বথা॥

গুরু কৃপায় কোন জন, পায় ভক্তি বীজ ধন, হৃদি মাঝে করে আরোপণ। পুর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য ফলে, শ্রবণ কীর্ত্তন জলে, সেই লতা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥ লতা অতি জ্যোতির্ম্ময়, পাপ তমো করে ক্ষয়, আর যত বিঘ্ন বিনাশন। সাধুসঙ্গ মূল তার, হৃদয় ধরণী যার, সাবধানে করে আবরণ॥ শ্রদ্ধায়ে পল্লব পাতা, প্রফুল্লিত হৈয়া লতা, বাঢ়িয়া ব্যাপিল সব ঠাঞি। বিরক্ত কলিকা যত, প্রকাশিলা শতেশত, হেন লতা ত্রিভুবনে নাঞি॥ প্রেমরূপ পুষ্পতভি, প্রফুল্লিত দিবা রাতি, অশ্রু মধু বহে নিরবধি। নিবিড় আনন্দ রস, কৃষ্ণে মতি লীলা যশ, ধরিলেক নাহিক অবধি॥ হেন ভক্তিলতা আসি, পৃথিবীতে পরকাশী, অবিদ্যা বন্ধন কৈল ক্ষয়। সাধু কৃপা হয় যারে, ভক্তি লতা মিলে তারে, এই তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয়॥ ৩৬॥

তথাহি পাদ্মে।

অর্চ্চেবিষ্ণু রূপাদানং বৈষ্ণবোৎপত্তি চিন্তনং।
মাতৃযোনি পরিক্ষঞ্চ তুল্যমাহু মুর্নিষিভিঃ॥ ৩৭॥

যার সঙ্গে বাঢ়ে প্রেম ভক্তির সম্পদ। হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দে পাষণ্ডী মুগধ॥ বিষ্ণু অধিষ্ঠান যাতে প্রতিমা কারণ। বৈষ্ণবের জন্ম জাতি করয়ে চিন্তন॥ মাতৃযোনি নিরীক্ষণ ইচ্ছা যদি হয়। মুনি সব ভ্রূণ তুল্য পুরাণেতে কয়॥ ৩৭॥

তথাহি বিষ্ণু পুরাণে।

শিলাবুদ্ধি কৃতাকিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া।
কিং ময়া পথিদৃষ্টংস্যাৎ বিষ্ণুভক্তস্য কস্যচিৎ॥ ৩৮॥

তত্রৈব।

তন্মূর্দ্ধা কিং তদ্দেহস্য চেতসা নাদরঃকৃতঃ।
তেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোক মমেদৃশঃ॥ ৩৯॥

শুন শুন আরে সব পাষণ্ডী দুরাচার। বিষ্ণু পুরাণেতে আছে করহ বিচার॥ বিষ্ণুর প্রতিমা দেখি কৈলু শিলা জ্ঞান। বিষ্ণুভক্ত পথে দেখি না কৈলু সম্মান॥ বৈষ্ণবের চেষ্টা দেখি কৈলু উপহাস। অথবা তাহার দেহে না হৈল বিশ্বাস॥ অতএব সেই পাপে বিপাক হইল। এতাদৃশ পুত্রশোক আমাতে ঘটিল॥ ৩৮॥ ৩৯॥

তথাহি আদি পুরাণে।

বৈষ্ণবান্ ভজকৌন্তেয় মাভজস্বান্য দেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃসর্ব্বে সর্ব্ব দেবানিদং জগৎ॥ ৪০॥

আদি পুরাণেতে হয় সিদ্ধান্তের সার। যাহা শুনি পাষণ্ডীর লাগে চমৎকার॥ কৃষ্ণচন্দ্র বলে শুন কুন্তীর নন্দন। বৈষ্ণব চরণ ভজ ছাড়ি দেবগণ॥ দেবা দেবী সংসারেতে যত আছে সব। পবিত্র করিতে শক্তি ধরয়ে বৈষ্ণব॥ ৪০॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ভবাপবর্গো ভ্রমতোয়দা ভবের্জ্জনস্যতর্হ্যচ্যুত সৎ
সমাগমঃ। সৎসঙ্গমোযর্হিত দৈবসদ্গতৌ, পরা-
বরেশেত্বয়িজায়তেরতিঃ॥ ৪১॥

পুরাণ শুনিয়া যারা করয়ে অন্যথা। ভাগবত সিদ্ধান্ত শুনি হেট করে মাথা॥ ভবার্ণব মধ্যে জীব ভ্রমণ করিতে। অচ্যুতের ভক্ত সঙ্গ হয় কদাচিতে॥ সৎসঙ্গ হৈতে তার শুদ্ধ হয় গতি। ভগবানেরপাদপদ্মে তবে জন্মে ভক্তি॥ ৪১॥

তথাহি মোহমুদ্গরে।

নলিনীদলগত জলবত্তরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং। ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥ ৪২॥

সাধু সঙ্গের গুণ যত শুনরে পাষণ্ড। মোহমুদ্গারে আছে সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড॥ সাধু সঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥ ৪২॥

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে।

নাহংতিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥ ৪৩॥

নারদ পঞ্চরাত্রে প্রভু কহিয়াছে আপনে। শুনিয়া পাষণ্ডী গণ ভাবে মনে মনে॥ যোগী হৃদি বৈকুণ্ঠে না থাকি শুন তুমি। ভক্তের নিকটে নারদ সদা থাকি আমি॥ ৪৩॥

তথাহি বিষ্ণু পুরাণে।

অর্চ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য কেবলং দাম্ভিকাজনাঃ॥ ৪৪॥

কৃষ্ণ পূজে বৈষ্ণবেরে না করে পূজন। কভু নাহি হয় কৃষ্ণ প্রসাদ ভাজন॥ ৪৪॥

তথাহি পাদ্মে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎপরতরং দেবী তদীয়ানাংসমর্চ্চনং॥ ৪৫॥

পদ্ম পুরাণেতে দেবী প্রতি যে শঙ্কর। যে কথা কহিল শুন পাষণ্ডী বর্ব্বর॥ কৃষ্ণ সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়। পুরাণে কহিল সত্য শুন কথা দৃঢ়॥ ৪৫॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

দ্বিষ্ট বিধিবিলাসঃ স্যাদ্ভক্ত পাদরজাশ্রয়াৎ।
প্রেম সম্মীলনাৎ সাধ্যং সাধূনামর্চ্চন নৃণাং॥ ৪৬॥

সাধু পদ রজে হয় অভীষ্ট পূরণ। প্রেম যুক্ত হৈয়া পূজ সাধুর চরণ॥ ৪৬॥

তথাহি পাদ্মে।

শিবলিঙ্গ সহস্রাণি শালগ্রাম শতানিচ।
দ্বাদশকোটি বিপ্রাণামেকঃ শ্বপচ বৈষ্ণবঃ॥ ৪৭॥

পদ্ম পুরাণেতে শ্লোক লেখা কাশীখণ্ডে। শুনিয়া পড়িল বাজ পাষণ্ডীর মুণ্ডে॥ সহস্র শিবলিঙ্গ যদি হয় পূজ্যমান। এক শত শালগ্রাম তাহার সমান॥ দ্বাদশ কোটি বিপ্র যদি না ভজে কেশব। তার সম তুল্য এক শ্বপচ বৈষ্ণব॥ ৪৭॥

তথাহি জৈমিনি ভারতে।

নৈবেদ্যং পুরতোন্যস্ত দৃষ্টৈবাস্বীকৃতংময়া।
রসং বৈষ্ণব জিহ্বাগ্রে চাশ্নামি কমলোদ্ভব॥ ৪৮॥

ইহার প্রমাণ সত্য আছে ভাগবতে। মুচিরাম দাসের সেবা কৈল ধর্ম্মসুতে॥ ভোজন করিলে একলক্ষ যে ব্রাহ্মণ। আপনি বাজয়ে ঘণ্টা আশ্চর্য্য কথন॥ যার এক গ্রাসে ঘণ্টা বাজে একবার। অতএব বুঝ দেখি মহিমা তাহার॥ জৈমিনি ভারতে প্রভু কহে শ্রীনিবাস। যাহা শুনি পাষণ্ডীর জন্মিল বিশ্বাস॥ নৈবেদ্য খাইয়ে আমি ভক্তের বদনে। শুন সত্য কহি ব্রহ্মা তোমা বিদ্যমানে॥ ৪৮॥

তথাহি হরিভক্তি কল্পলতিকায়াং।

অশেষব্রহ্মাণ্ডং প্রভুরপি বিহায়াত্মনিলয়ং।

সদা যেষাং পার্শ্বে বসতি মকরোৎ কৈটভরিপুঃ ॥ ৪৯ ॥

শুন সর্ব্বজন হরিভক্তিকল্পলতা। যেখানে থাকেন হরি মুক্তিপদ দাতা ॥ অশেষ ব্রহ্মাণ্ড গৃহ সব ত্যাগ করি। ভক্তের নিকটে বাস সদা করে হরি ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচ প্রিয়ঃ।

তস্মৈদেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥ ৫০ ॥

ভক্ত মোর প্রাণধন শুনহ অর্জ্জুন। ভক্তমুখে করি আমি দ্বিতীয় ভোজন ॥ বৈষ্ণবের বশ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। এ সব জানিয়া ভজ সাধুকে নিশ্চয় ॥ ৫০ ॥

তথাহি ব্রহ্মপুরাণে।

প্রাতরুত্থায় যে নিত্যং বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনং।

কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌযুগে ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মপুরাণেতে কয় বৈষ্ণব মাহাত্ম্য। পাষণ্ডী শুনিয়া বলে হয় সত্য২ ॥ প্রাতেতে উঠিয়া করে বৈষ্ণব কীর্ত্তন। শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণতুল্য হয় সেইজন ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।

সুখায়ৈবহি সাধূনাং ত্বদীয়মিচ্ছতাত্মনাং ॥ ৫২ ॥

হেন বৈষ্ণবের গুণ কিবা দিব সীমা। আনন্দ করিয়া গাও বৈষ্ণব মহিমা ॥ অচ্যুতের তনু ভক্ত না কর সন্দেহ। ভাগবত শ্লোকার্থে সখে মন দেহ ॥ ৫২ ॥ ॥ ৩ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং, মহৎপদংপুণ্য যশো মুরারে। ভবাম্বুধি র্বৎসপদং পরংপদং, পদং-পদং যদ্বিপদং ন তেষাং ॥ ৫৩ ॥

ভজহ বৈষ্ণব পদ না কর হেলন। ভবাম্বুধি বৎস পদ্দ যাহাকে গণন ॥ ৫৩ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতেযস্য চিত্তং,হসত্যভীক্ষ্ণং রোদিতিক্বচিচ্চ। বিলজ্জউদ্গায়তিনৃত্যতি চ, মদ্ভক্তি-যুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ৫৪ ॥

বাক্যে গদগদ কয় আর্দ্র হৈয়া চিত। নিরবধি হাসে কান্দে না বুঝে চরিত ॥ বিলজ্জ হইয়া গায় ক্ষণে করে নৃত্য। মোর ভক্তিযুক্ত তার কে জানে মাহাত্ম্য ॥ বৈষ্ণব মহিমা কিছু কহনে না যায়। ভুবন পবিত্র হয় যাঁহার কৃপায় ॥ ৫৪ ॥

তথাহি স্কন্ধপুরাণে।

নিন্দন্তি যে হরের্ভক্তান্নরাঃ পাপেন মোহিতাঃ। পৃথিব্যাংযানি পাপানি গৃহ্লন্তি তে নরাধমাঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রভাতে বৈষ্ণব সব বুলে ক্ষিতিতলে। কৃষ্ণভজ২ সর্ব্ব জীবে বলে ॥ না শুনে তাহার বোল মায়ার কারণে। পাপ পুণ্যে রত লোক হত তিন গুণে ॥ যমের প্রহার তার না যায় খণ্ডন। যাবৎ না ভজে গুরু বৈষ্ণব চরণ ॥ না ভজয়ে পাপী লোক নিন্দা করে সব। যম দূতের হাতে সেই পায় পরাভব ॥ বৈ-ষ্ণব দেখিয়া যেই পাপী নিন্দা করে। শত২ পাপ আসি সে পাপীরে ধরে ॥ ৫৫ ॥

তথাহি তত্রৈব।

নিন্দকাঃ শূকরাশ্চৈব সকলং নির্ম্মিতং হরিঃ।
শোধনি শূকরাগ্রামং সাধুং শোধন্তি নিন্দকাঃ॥ ৫৬॥

সেই পুরাণেতে আছে বহুত বিস্তার। তাহা শুনি পাপী বলে না নিন্দিব আর॥ শূকর সকল গ্রাম করয়ে শোধন। তৈছে পাপীলোক সাধু করয়ে মার্জ্জন॥ ৫৬॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অপিকীট পতঙ্গানাং সর্ব্বেষাং মুক্তি দেহিনাং।
মুক্তিক্ষেত্রমিমং প্রাপ্য বৈষ্ণবদ্বেষিণং বিনা॥ ৫৭॥

বৈষ্ণব নিন্দন পাপ ভাগবতে কয়। শুনিয়া পাষণ্ডী সব বলে হয়২॥ যেই জীব মরে গঙ্গায় সেই মুক্তি পায়। বৈষ্ণব নিন্দকে গঙ্গা ফিরিয়া না চায়॥ ৫৭॥

তথাহি স্কান্ধে।

নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥ ৫৮॥

নরক হইতে মুক্ত না হয় তাবৎ। চন্দ্র সূর্য্য গগণেতে থাকয়ে যাবৎ॥ ৫৮॥

তথাহি আদিপুরাণে।

মদ্ভক্তজনান্ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা নিন্দন্তি যে নরাঃ।
তেষাং সর্ব্বাণি নশ্যন্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়॥ ৫৯॥

আদি পুরাণেতে আছে সিদ্ধান্তের সার। শুনিয়া পাষণ্ডী বলে না নিন্দিব আর॥ আমার ভক্তের কার্য্য দেখি যেই জন। অথবা শুনিয়া কেহ করয়ে নিন্দন॥ তা সবার যত ধর্ম্ম সব নাশ হয়। সত্য২ আমি কহিলাম ধনঞ্জয়॥ ৫৯॥

তথাহি তত্রৈব।

তদসঙ্খ্যা সংখ্যানং ন বক্তুং শক্তিমানহং।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় তে ভ্রমন্তি নরাধমাঃ ॥ ৬০ ॥

আদি পুরাণেতে কহে প্রভু জগন্নাথ। শুনিয়া পাষণ্ড সব কানে দেয় হাথ ॥ সে অসতের যত দুঃখ সংখ্যা করিবার। আমিহ কহিতে শক্তি না হই তাহার ॥ সর্ব্ব যোনি ভ্রমণ করয়ে সেই জন। সে বড় অধম শুন কুন্তীর নন্দন ॥ ৬০ ॥

তথাহি দশমস্কন্ধে।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্ম লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংশি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৬১ ॥

দশম স্কন্ধেতে শুন হৈয়া এক চিত্ত। পাষণ্ড শুনিয়া বলে হয় সত্য সত্য॥ বৈষ্ণব হেলন পাপ কহিতে নারিল। মহামুনি দুর্ব্বাসারে চক্রেতে দহিল ॥ ক্ষুদ্র জীব হৈয়া করে বৈষ্ণব হেলন। কার শক্তি আছে তারে রাখে কোন জন ॥ সকল পাপের মূল বৈষ্ণব নিন্দন। মহা মহা পাপ যার নহে এক কণ ॥ মিনতি করিয়া বলি শুন সর্ব্ব ভাই। স্বপ্নেহ না কর নিন্দা বৈষ্ণব গোসাঞি ॥ বৈষ্ণব হেলনে হয় কৃষ্ণের হেলন। সত্য সত্য বলি শুন শাস্ত্রের বচন ॥ ৬১ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

বৈষ্ণবঃ পরমোধর্ম্ম বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যাঃ বৈষ্ণবঃ পরমোগুরুঃ ॥ ৬২ ॥

বৈষ্ণব সবার শ্রেষ্ঠ কহিল পুরাণে। সাবধান সাবধান বৈষ্ণব চরণে ॥ বৈষ্ণব পরম ধর্ম্ম পুরাণের কথা। বৈষ্ণব পরম তপ জানিহ সর্ব্বথা ॥ বৈষ্ণব পরমারাধ্য এতিন ভুবনে। বৈষ্ণব পরম গুরু কহে সর্ব্বজনে ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরোর্হরেঃ।

পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমে ॥ ৬৩ ॥

পয়ার কহিয়া কেহ না করিহ ঘৃণা। শাস্ত্রের প্রমাণ শুন হৈয়া দৃঢ় মনা ॥ ভাগবতে আছে ঐছে কারুণ্য বচন। সাধুর আনন্দ দুষ্ট পাষণ্ডী দলন ॥ গঙ্গাদেবী জগতের পাপ করে নাশে। সব তাপ দূরে যায় চন্দ্রের প্রকাশে ॥ দরিদ্রতা দূর হয় কল্পতরু হৈতে। পাপ তাপ দরিদ্রতা যায় সাধু সাতে ॥ ৬৩ ॥

তথাহি একাদশস্কন্ধে।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলা ময়া।
তেপুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৬৪ ॥

জলময় তীর্থ আর যত দেবগণ। মৃত্তিকা পাষাণ বিষ্ণু মূর্ত্তি দরশন ॥ পবিত্র করিতে তারা পারে বহু দিনে। সাধুর দর্শনে পাপ যায় সেই ক্ষণে ॥ ৬৪ ॥

তথাহি প্রথম স্কন্ধে।

তুলয়ামলবেনাপি ন স্বর্গং না পুনর্ভবং।
ভগবৎ সঙ্গীসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রথম স্কন্ধের কথা কিঞ্চিৎ কহিব। যাহা শুনি সবে বলে বৈষ্ণব ভজিব ॥ সাধুসঙ্গে মনুষ্যের যত সুখ সিন্ধু। ভুক্তি মুক্তি তার আগে নহে এক বিন্দু ॥ হেন বৈষ্ণবের কৃপা পাইল যে জন। তাহার ভাগ্যের কথা না যায়ে কথন ॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

তেষাং বিচরতাংপদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং নরোচেত তারকানাং সমাগমঃ ॥ ৬৬ ॥

এই মত ভাগবতে কহিছে সঘন। পাষণ্ডী না শুনে সাধু আনন্দে মগন ॥ তীর্থ সব পবিত্র করিতে হয় মন। হাঁটিয়া

বৈষ্ণব করে তীর্থ পর্য্যটন ॥ এ হেন বৈষ্ণব সঙ্গে ভব ভয় তরি। তাঁহার কৃপার ফল কহিতে না পারি ॥ ৬৬॥

তথাহি দশমস্কন্ধে।

মহদ্বিচলনংনৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতেক্বচিৎ॥ ৬৭ ॥

দশমস্কন্ধেতে আর করিছে বর্ণন। পর উপকারী হন যত সাধুগণ ॥ মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তভু যান তার ঘর ॥ ৬৭ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং তত্তীর্থং তত্তপোবনং ॥ ৬৮ ॥

ভাগবতে লিখিয়াছে পরম সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণব মহিমা তত্ত্ব নাহি যার অন্ত ॥ দুই দণ্ড কিবা এক দণ্ড পরিমাণ। বৈষ্ণব গোসাঞি যাঁহা হয় অধিষ্ঠান ॥ সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ আর তপ বন। সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানিহ কারণ ॥ ৬৮ ॥

তথাহি সপ্তমস্কন্ধে।

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধন্তি বৈগৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৬৯ ॥

শুনিয়া সপ্তমস্কন্ধ পাষণ্ডী বিষাদ। বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে ক্ষম অপরাধ ॥ যাঁহার স্মরণ জীব করিলেই মাত্র। তখনি শরীর হয় পরম পবিত্র ॥ দর্শন স্পর্শন আর পদ ধোয়া জল। খাইলে কতেক হয় নাহি জানি ফল ॥ ৬৯ ॥

তথাহি পাদ্মে কাশীখণ্ডে।

গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবিন্দ স্মরন্‌কীর্ত্তনাৎ।

বৈষ্ণব দর্শন মাত্রে তীর্থ কোটি ফলং লভেৎ ॥ ৭০ ॥

পদ্মপুরাণেতে কহে মাহাত্ম্য বিস্তার। শুনিয়া পাষণ্ডী গণের গেল অহঙ্কার ॥ গীতাপাঠ গোবিন্দের স্মরণ কীর্ত্তনে। তীর্থ কোটি ফল হয় বৈষ্ণব দর্শনে ॥ ৭০ ॥

তথাহি পাদ্মে।

বৈষ্ণব দর্শনে পুণ্য স্পর্শনে পাপ নাশনং।
পাদোদকে সর্ব্বতীর্থানি প্রসাদে পরমং পদং ॥ ৭১ ॥

বৈষ্ণবের গুণ পাদ্মে যত কিছু সব। শুনিয়া জগতে বলে ভজিব বৈষ্ণব ॥ বৈষ্ণব দর্শনে পুণ্য স্পর্শনে পাপ ক্ষয়। পাদোদকে তীর্থ প্রসাদেতে প্রেম হয় ॥ ৭১ ॥

তথাহি পঞ্চমস্কন্ধে।

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি নচেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসানৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকাৎ ॥ ৭২ ॥

পঞ্চম স্কন্ধেতে কথা কহিয়াছে দঢ়। শুনিয়া পাষণ্ডী কহে বৈষ্ণব সে বড় ॥ শুন রাজা তপস্যাতে কিছু নাহি পায়। পূজা দান গৃহ বাস সব বৃথা যায় ॥ বেদপাঠে জল অগ্নি সূর্য্যে বা কি করে। মহৎ পাদরজ বিনা ফল নাহি ধরে ॥ ৭২ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

পতন্তীন্দ্রাদয়ঃসর্ব্বে স্বকর্ম্ম ফলভাগিনঃ।
কৃষ্ণভক্তাশ্চ যে কেচিৎ সর্ব্বদা ন পতন্ত্যধঃ ॥ ৭৩ ॥

এইমত পুরাণেতে কহিয়াছে বড়। শুনিয়া অসত লোক নাহি মানে দঢ় ॥ ইন্দ্র আদি কীট যত ঊর্দ্ধেতে যাইয়া। অধোতে পতন হয় স্বকর্ম্ম ভোগিয়া ॥ কৃষ্ণভক্ত পতন না হয় কদাচন।

এইত পুরাণ বাক্য শুন সর্ব্বজন ॥ ৭৩ ॥

তথাহি তত্রৈব।

সাধুসঙ্গ পরিষঙ্গাদসাধোরপি সাধুতা।
অগঙ্গামপি গাঙ্গংস্যাদ্গাঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

আদি পুরাণেতে আছে অপূর্ব্ব কথন। সাধু সঙ্গের যত গুণ জানিলোঁ এখন ॥ সাধুজনের সঙ্গ যদি অসাধু করয়। সেহ জন সাধু হয় জানিহ নিশ্চয় ॥ অগঙ্গার জল যদি পড়য়ে গঙ্গাতে। সেহ গঙ্গাজল হয় দেখনা সাক্ষাতে ॥ ৭৪ ॥

তথাহি পাদ্মে আদিখণ্ডে ॥

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ং ॥ ৭৫ ॥

পদ্ম পুরাণেতে আছে কথা অতি পুণ্য। পাষণ্ডী শুনিয়া তারা বলে ধন্য২ ॥ কুল যে পবিত্র হয় কৃতার্থা জননী। বসতি হয়েন ধন্য ধন্য যে ধরণী ॥ যাহার কুলেতে হন বৈষ্ণব উদ্ভব। স্বর্গে নৃত্য করে তার পিতৃলোক সব ॥ ৭৫ ॥

তথাহি পাদ্মে।

হরিনাম পরায়স্তু বিষ্ণুপূজা পরায়ণঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥ ৭৬ ॥

পাপীলোক বলে বৈষ্ণব বলিব কাহারে। শাস্ত্রে বলে বিষ্ণু উপাসনা যেই করে ॥ হরিনাম পরায়ণ পূজয়ে কেশব। কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ বিষ্ণু জানয়ে বৈষ্ণব ॥ ৭৬ ॥

তথাহি পাদ্মে।

কৃষ্ণমন্ত্র বিহীনস্য পাপীষ্ঠস্য দুরাত্মনঃ।

শ্বানবিষ্ঠা সমং চান্নং নীরঞ্চ মদিরা সমং ॥ ৭৭ ॥

পদ্মপুরাণেতে কহে কৃষ্ণমন্ত্র ধন্য। শুনিয়া পাষণ্ডী কহে না ভজিব অন্য ॥ কৃষ্ণমন্ত্র হীন জন মতি অতি দুষ্টা। জল সুরা অন্ন তার কুক্কুরের বিষ্ঠা ॥ ৭৭ ॥

তথাহি পাদ্মে।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবঃ।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ৭৮ ॥

শ্বপচ বৈষ্ণব হয় বিশেষ ব্রাহ্মণ। বর্ণসঙ্কর হৈলে সেহ তারয়ে ভুবন ॥ ৭৮ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গৃহ্লাতি বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥ ৭৯ ॥

যদি বল আগে এত নাহি ছিল জ্ঞান। পদ্ম পুরাণেতে শুন তাহার বিধান ॥ অবৈষ্ণব গুরু কেহ না করিহ ভাই। সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব গোসাঞি ॥ ৭৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

সহস্র শাখাধ্যায়ীচ সর্ব্বশাস্ত্রেষু দীক্ষিতঃ।
অবৈষ্ণবো গুরোর্নস্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচোগুরুঃ ॥ ৮০ ॥

ভাগবতে আছে ইহা বিস্তর প্রকাশ্য। পাষণ্ডী বলেন মন্ত্র লইব অবশ্য ॥ সহস্র শাখা বেদ পড়ে আরেত ব্রাহ্মণ। সর্ব্ব বিদ্যা আছে ষড় শাস্ত্রেতে নিপুণ ॥ অবৈষ্ণব হয় যদি গুরু যোগ্য নয়। শ্বপচ বৈষ্ণব হৈলে সেই গুরু হয় ॥ ৮০ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ষড়শাস্ত্রী ভবেদ্বিপ্রো বেদ বেদাঙ্গ পারগঃ।
কুলে মহতি জাতোপি গুরোর্নস্যাদবৈষ্ণবঃ॥ ৮১॥

পদ্ম পুরাণেতে কহে বৈষ্ণব সে গুরু। ভজহ বৈষ্ণব পদ বাঞ্ছাকল্পতরু॥ ষড়শাস্ত্র জানে বিপ্র বেদেতে পারগ্য। মহৎকুলে অবৈষ্ণব নহে গুরু যোগ্য॥ ৮১॥

তথাহি পাণ্ডবগীতায়াং।

বাসুদেবং পরিত্যাজ্য চান্য দেবমুপাসতে।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥ ৮২॥

পাণ্ডবগীতাও শুনি পাষণ্ডীর ধন্দ। বৈষ্ণবে শুনিয়া তাহা পাইল আনন্দ॥ ত্যাগ করি বাসুদেব জগতের পতি। অন্য দেব উপাসনা করে মূঢ়মতি॥ জাহ্নবীর তীরে যেন মরয়ে পিয়াসে। কূয়া খুদি জল খায় দৈব কর্ম্মদোষে॥ ৮২॥

তথাহি গরুড়পুরাণে।

সংসার সর্পসংদষ্টা নষ্ট চেষ্টক ভেষজং।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ৮৩॥

মন্ত্রের মাহাত্ম্য এবে শুন সর্ব্বজন। গরুড় পুরাণে আছে অপূর্ব্ব কথন॥ সংসার সর্পের বিষে করিয়া ঔষধি। কৃষ্ণ-মন্ত্র লৈয়া জীব তরে ভবনিধি॥ ৮৩॥

তথাহি আদিপুরাণে।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমামতাঃ॥ ৮৪॥

আদি পুরাণেতে প্রভু কহিয়াছে গোবিন্দ। পাষণ্ডী জ-ঞ্জাল ভক্তজনের আনন্দ॥ মোর ভক্ত হৈয়া পার্থ মোর ভক্ত

নয়। আমার ভক্তের ভক্ত মোর ভক্ত হয় ॥ ৮৪ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে।

কৃষ্ণভক্ত জনা যে তু ন তু ভক্তাশ্চ তে জনা।
তদ্ভক্তানাপি যে ভক্তা স্তে ভক্তাঃ সাধবোহহরেঃ ॥ ৮৫ ॥

পদ্ম পুরাণেতে আছে আর যে সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ব অর্থ কহে তাতে জানিবা একান্ত ॥ কৃষ্ণভক্ত যেই জন সেই ভক্ত নহে। তার ভক্তের ভক্ত যেই কৃষ্ণভক্ত হয়ে ॥ ৮৫ ॥

তথাহি তৃতীয়স্কন্ধে।

অহোবত শ্বপচোহতোগরীয়ান্যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে
নাম তুভ্যং। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃহ্নন্তি যে তে ॥ ৮৬ ॥

তৃতীয় স্কন্ধেতে আছে সিদ্ধান্তের সার। নামের মহিমা তাহে দেখাইছে পার ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া কানে, বিস্ময় হইল মনে, যার জিহ্বায় নাম অধিষ্ঠান। চণ্ডাল যবন হয়, তার বড় কেহ নয়, সেই জন সবার প্রধান ॥ ১ ॥ নামের মাহাত্ম্য তব, নাহি জানে অজ ভব, হেন নাম লয়ে যেই জনে। তাহার মহিমা যত, তাহা বা কহিব কত, পবিত্র হইল কায় মনে ॥ ২ ॥ নামে রুচি হৈল যার, তপ সিদ্ধ হৈল তার, সেইজন অতি অনুপাম সেই বড় ভাগ্যবান, কৈল সেই যজ্ঞ দান, যে জন লইল হরি-নাম ॥ ৩ ॥ সেই জন কৈল সেবা, পূজিল সেই দেবীদেবা, তার সম নাহি ভাগ্যবান। যেই নাম লৈল স্পষ্ট, সেই সে সভার শ্রেষ্ঠ, ত্রিভুবনে সেই পূজ্যমান ॥ ৪ ॥ নাম লয় যেই জন, কৈল বেদ অধ্যয়ন, তার মুঞি যাও বলিহারি। পৃথি-

বীতে তীর্থ যত, স্নান কৈল অবিরত, যার মুখে বলে হরি হরি ॥ ৫ ॥ ৮৬ ॥

তথাহি।

জিতন্তেন জিতন্তেন জিতন্তেনেতি নিশ্চিতং।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ং ॥ ৮৭ ॥

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার। শাস্ত্রে কহে যে না ভজে সেই ছার খার ॥ হরিনাম দুই অক্ষর করে উচ্চারণ। জিতিল২ সেই এতিন ভুবন ॥ ৮৭ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতাঃ।
তেষাং সন্দর্শনালাপং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

পদ্ম পুরাণেতে আছে সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড। শুনিয়া বৈষ্ণব হৈল যতেক পাষণ্ড ॥ চণ্ডাল অধম অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। তার দরশন দূরে করিব বর্জ্জন ॥ ৮৮ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ধিক্ জন্মনে স্ত্রীবৃত্তয়ো ধিকুলং ধিক্ বহুজ্ঞতা।
ধিক্‌ব্রতং ধিক্ ক্রিয়াদক্ষং বিমুখায়ে অধোক্ষজে ॥ ৮৯

শুন সর্ব্বজন ভাগবত যে পুরাণ। সর্ব্ব ধর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণ ভজন প্রধান ॥ ধিক্ কুল যজ্ঞ ব্রত বিফল জীবন। বিমুখ হইল অধোক্ষজে যেই জন ॥ ৮৯ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বিতং।
বাক্যং তস্য ন গৃহ্নিয়াৎ শৃনালীঢ়ং হবির্যথা ॥ ৯০ ॥

পদ্ম পুরাণেতে শ্লোক আছয়ে বিস্তর। শুনিয়া পাষণ্ডী-

গণ না করে উত্তর ॥ অবৈষ্ণব পাণ্ডিত্য সর্ব্ব শাস্ত্র সমন্বিত। তথাপি তাহার বাক্য না হয় গৃহীত ॥ কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ঘৃত হয়েত যেমন। অতএব তাহা কেহ না করে গ্রহণ ॥ ৯০ ॥

তথাহি হরিভক্তি সুধোদয়ে।

ভগবদ্ভক্তি হীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥ ৯১ ॥

হরিভক্তি সুধোদয়ে কহিয়াছে সার। পাষণ্ডী সকলে বলে কহ আর বার ॥ জাতি শাস্ত্র জপ তপ কিছু নহে সুখ। হরি ভক্তি হীন হৈলে না দেখিব মুখ ॥ প্রাণ নাহি দেয় যেন ভূষণে ভূষণ। অন্য লোক দেখি তারে না করে স্পর্শন ॥ ৯১ ॥

তথাহি হিতোপদেশে।

মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো মম তস্যচ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ সচানীতো গবাশনৈঃ।
অহং মুনীনাং বচনংশৃণোমি, গবাশনানাং স বচঃ শৃণোতি। ন তস্য দোষা ন গুণ মমাপি, সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি ॥ ৯২ ॥

হিত উপদেশে কহে শুন সর্ব্বজন। যাহা শুনি আনন্দিত হয় সাধুগণ ॥ মাতা পিতা এক দুই জন্ম পক্ষ যোনি। তারে নিল দস্যুগণ মোরে নিল মুনি। মুনির বচন আমি শুনিল শ্রবণে। দস্যুগণ বচন শুনিল সেই জনে ॥ তার কিছু দোষ নাহি মোর গুণ কোথা। সমসর্গ দোষ গুণ জানিহ সর্ব্বথা ॥৯২

অথ কবির বাক্যং।

দোহা ॥

তজোমন হরিবিমুখন লোক সঙ্গ। যাকো সঙ্গে

কুমতি উপজত পড়ত ভজন মে ভঙ্গ ॥ ব্রাহ্মণ
ভেয়োতো কা ভেয়ো গলে মে ডারে সূত। হরি-
নাম সোঁ ভেট নাহি যেও সোঁ জঙ্গলকো ভুত ॥

তথাহি পাদ্মে।

সঙ্গত্যাগ বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ।
তল্লোম স্পর্শমাত্রেণ ভগবদ্ভক্তি বিস্মৃতিঃ ॥ ৯৩ ॥

শুনহ লোক সব কহি এক কথা। অসৎ সঙ্গ না করিহ কহিনু সর্ব্বথা ॥ অধম সঙ্গেতে হয় সর্ব্ব কর্ম্ম নাশ। ভক্তের সঙ্গেতে কৃষ্ণ ভক্তির প্রকাশ ॥ ভগবদ্বিমুখ জনের না করিহ সঙ্গ। তার লোম স্পর্শ মাত্রে ভক্তি হয় ভঙ্গ ॥ ৯৩ ॥

তথাহি তত্রৈব।

আলিঙ্গন বরংমন্যে ব্যালব্যাঘ্র জলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শৈলযুক্তানাং নানাদেবৈক সেবিনাং ॥ ৯৪ ॥

সঙ্গ ত্যাগ কহিয়াছে পদ্ম পুরাণেতে। সাবধানহ পাষণ্ড হইতে ॥ সর্প ব্যাঘ্র কুম্ভীর আলিঙ্গ্যা মরিব। তথাপি পাষণ্ড সঙ্গ স্বপ্নে না করিব ॥ ৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব।

আলাপাদ্গাত্র সংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহ ভোজ-
নাৎ। সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈল বিন্দু রিবা-
ম্ভসি ॥ ৯৫ ॥

এমন সঙ্গের দোষ শুন লোক সব। অসৎ সঙ্গ ছাড়ি ভজ ঠাকুর বৈষ্ণব ॥ শুনহ সকল লোক বৈষ্ণব মহিমা। বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে দিতে নারে সীমা ॥ অসতের সঙ্গে যদি করে আলাপন। দর্শন নিশ্বাস কিবা করয়ে ভোজন ॥ 'তা-

হাতে সকল পাপ হয়েত বিস্তার। জল মধ্যে তৈল যেন কর-য়ে সঞ্চার ॥ ৯৫ ॥

তথাহি বিষ্ণুরহস্যে।

বরং হুত বহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তা বিমুখজন সংবাস বৈশসং ॥ ৯৬ ॥

বিষ্ণু রহস্যেতে আছে শুন সাধু সব। শুনিয়া পাষণ্ডী সব হইল বৈষ্ণব ॥ দাবানলে ঝাঁপ দিয়া যদি প্রাণে মরি। কৃষ্ণ বহির্মুখ লোক সম্ভাষ না করি ॥ ৯৬ ॥

তথাহি আগমে।

দণ্ড প্রণামং কুরুতে বৈষ্ণবেভক্তি ভাবিতঃ।
রেণু সঙ্খ্যা বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তর শতংমতং ॥ ৯৭ ॥

আগমে কহিয়াছে কথা কে জানিবে সব। বৈষ্ণবের পদ ধূলী পরম দুর্লভ ॥ বৈষ্ণবেরে ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করে। রেণু সঙ্খ্যা বৈসে স্বর্গে শত মন্বন্তরে ॥ ৯৭ ॥

তথাহি তত্রৈব।

দুষ্টাবিষ্ট বিপাশঃস্যাদ্ভক্তপাদ রজাশ্রয়াৎ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো ভক্তানাং চরণামৃতাৎ ॥ ৯৮ ॥

পুনর্ব্বার আগমেতে কহে আর বার। বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে করহ নিস্তার ॥ দুষ্ট বুদ্ধি নষ্ট হয় রজ আশ্রয়ণে। সর্ব্ব পাপ নষ্ট ভক্ত চরণামৃত পানে ॥ ৯৮ ॥

তথাহি পাদ্মে।

ত্রিকোটির্দ্ধকোটিশ্চ তীর্থঞ্চ ভুবনত্রয়ে।
বৈষ্ণবস্যাংঘ্রিতোয়েন কোটিভাগোপিনোপমা ॥ ৯৯ ॥

পদ্ম পুরাণেতে কহে বৈষ্ণব চরিত্র। শুনিয়া সকল লোকে

হইল পবিত্র॥ সার্দ্ধ তিন কোটি তীর্থ ভুবনে প্রশংসে। বৈ-
ষ্ণবের চরণোদকের নহে কোটিঅংশে॥ ৯৯॥

তথাহি তত্রৈব।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট শেষং বৈ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাং।
সর্ব্বেষাং ভুসুরাদীনাং ভক্তিদংকল্মষাপহং॥ ১০০॥

পদ্ম পুরাণেতে কয় শুন সর্ব্বজন। পাষণ্ডী বলেন ভক্ত ভ-
জিব এখন॥ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট শেষ পরম কারণ। পিতৃদেব
লোক যদি করয়ে ভোজন॥ বিপ্রগণ ভক্তিভাবে তাহা
যদি খায়। পাপ যায় ভক্তি পায় জানিহ নিশ্চয়॥ ১০০॥

তথাহি আগমে।

সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বৈষ্ণব চরণামৃতাৎ।
তদংঘ্রিতোয় পানেন সর্ব্বোযাতি নিরাপদং॥ ১০১॥

আগমে কহিছে কথা শুন সর্ব্বজনে। সর্ব্বপাপ নাশ হয়
চরণামৃত পানে॥ পায় ধোয়া জল যদি মস্তকে ধরয়।
নিশ্চয় জানিহ তার আপদ না রয়॥ ১০১॥

তথাহি তত্রৈব।

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবস্যান্নং প্রয়ে্নেনচ বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥ ১০২॥

পুনঃপুনঃ আগমেতে কহিছে কারণ। বৈষ্ণব গোসাঞি
হয় ভুবন পাবন॥ বৈষ্ণবের অন্ন খায় বিচক্ষণগণ। প্রার্থনা
করয়ে পাপ করিতে মোচন॥ বৈষ্ণবের অন্ন যদি প্রাপ্ত নাহি
হয়। অন্নাভাবে জল খাবে নাহিক সংশয়॥ ১০২॥

তথাহি ভবিষ্য পুরাণে।

সৎ পাদরজোভিষিক্তং শ্রদ্ধান্বিত ভবেদ্‌যদি।
ভক্ষণে প্রেমভক্তিশ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

ভবিষ্য পুরাণে হয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ। যাহা শুনি বৈষ্ণবেতে হইল বিশ্বাস॥ সাধু পদরজ করে মস্তক ভূষণ। শ্রদ্ধা করি খায় যদি পায় প্রেমধন॥ ১০৩॥

তথাহি তত্রৈব।

জন্মান্তর সহস্রাণি কোটি জন্মান্তরেষু যৎ।
প্রদহন্তি মহাপাপান্ সতাং পাদোদকং পিবন্॥ ১০৪॥

এই মত লিখিয়াছে পুরাণেতে সব। শুনিয়া পাষণ্ডী সব হইল বৈষ্ণব॥ সহস্র২ কোটি জন্মে পাপ যত। সাধু পাদোদক খাইলে সব হয় হত॥ ১০৪॥

তথাহি।

ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণি ভ্রূণহত্যা শতানিচ।
তস্যপাপং ক্ষয়ংযান্তি বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনাৎ॥ ১০৫

শাস্ত্রের বচন শুনি সাধুজন পূর্ণ। শুনিয়া পাষণ্ডীগণের দর্প হৈল চূর্ণ॥ ব্রহ্মহত্যা ভ্রূণ হত্যা হাজার২। বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খাইলে না রহে তাহার॥ ১০৫॥

তথাহি পাদ্মে।

প্রেম সম্মিলনাৎ সাধুঃ সাধূনামচ্যুতাত্মনাং।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো ভক্তানাং চরণামৃতাৎ॥ ১০৬॥

অচ্যুতের তনুভক্ত শুন সর্ব্বলোক। যাহার চরণামৃতে খণ্ডে সব শোক॥ ১০৬॥

তথাহি তত্রৈব ।

দৃষ্ট্বা তদ্ভগবদ্ভক্তান্ প্রণামং ন করোতি যঃ ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনশ্যন্তি স যাতি নরকং ধ্রুবং ।। ১০৭ ।।

ভক্ত পদধূলী আর ভক্ত পদজল । ভক্ত ভুক্ত অবশেষ তিন মহাবল ।। পদ্মপুরাণেতে আছে করহ বিচার । যাহা শুনি পাষণ্ডীর লাগে চমৎকার ।। বৈষ্ণব দেখিয়া যেই না নোঙায় মুণ্ড । সেই মুণ্ড পড়ে গিয়া নরকের কুণ্ড ।। ১০৭ ।।

প্রার্থনা ।

বৈষ্ণব জগত গুরু, বাঞ্ছা কলপতরু, মোর বাঞ্ছা করহ পুরণ সংসার নির্জ্জল কূপে, পড়িয়াছি স্ব বিপাকে, তব পায়ে লইনু শরণ ।। ১ ।। তোমার চরণ বিনু, আর কিছু নাহি জানোঁ, কৃপা দৃষ্টি কর একবার । পড়িয়াছি মহাঘোরে, কূপ হৈতে তুল মোরে, কৃপারজ্জু করিয়া বিস্তার ।। ২ ।। ছাড়ি তব পাদ পদ্ম, মায়াতে হয়েছি বদ্ধ, মোরে প্রভু করহ উদ্ধার । তুমি যারে কর দয়া, কি করিতে পারে মায়া, এই বার করহ নিস্তার ।। ৩ তুমি সে করুণা সিন্ধু, পতিত পাবন বন্ধু, ঐছে বাক্য সর্ব্ব-শাস্ত্রে ঘোষে । জন্মিয়া মানুষযোনি, তোমা হেন স্পর্শ মণি, না ভজিনু নিজ কর্ম্ম দোষে ।। ৪ ।। গুরু ভক্ত ভগবান, ইহা বিনা নাহি আন, ভজ তিন থাক যথা তথা । কহে বীরভদ্র নামা, পাষণ্ড দলন বানা, লিখিয়াছি জানিবা সর্ব্বথা ।। ৫ ।।

ইতি পাষণ্ডদলনে শ্রীবৈষ্ণব মাহাত্ম্য নাম প্রথম পরিসীমা ।। ১ ।।

তং বন্দে বৈষ্ণবগুরুং পাদানন্দ সুশীতলং ।
যৎ প্রসাদান্ময়াজ্ঞস্য ভক্তিশাস্ত্র বিলোকনং ।। ১ ।।

জয়২ গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়২ মাধবেন্দ্র জয়াদ্বৈত-চন্দ্র॥ জয়২ বৈষ্ণব গোসাঞি যাঁর নাম। জয়২ পতিত পাবন গুণধাম॥ বৈষ্ণব মহিমা শাস্ত্রে কহি এক লব। শুনিয়া পাষণ্ডী সব হইল বৈষ্ণব॥ ১॥

তথাহি পাদ্মে আদিখণ্ডে।

কুলংপবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা সা বসতীচ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ং॥ ২॥

আর কিছু কথা কহি শাস্ত্রের বিধান। যাহার কুলেতে হয় পুত্র মহাজন॥ বৈষ্ণব গোসাঞি হয় ভুবন পাবন। পিতৃলোকে মাতৃলোকে স্বর্গেতে নর্ত্তন॥ পদ্ম পুরাণেতে কহে শুন সর্ব্বজন। পূর্ব্ব শ্লোক লিখিয়াছি প্রস্তাব কারণ॥ ২॥

তথাহি তত্রৈব।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তিচ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবোজাতঃ স মাং ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ ৩॥

পদ্ম পুরাণেতে আছে শুনি লাগে ধন্দ। পাষণ্ডী শুনিয়া রহে বৈষ্ণবেরানন্দ॥ আস্ফালন করিয়া নাচে পিতৃলোক সব। মোর বংশে বৈষ্ণবের হইল উদ্ভব॥ ৩॥

তথাহি পাদ্মে।

তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ বংশেপি সন্তানঃ কৃষ্ণভক্তো ন জায়তে॥ ৪॥

পদ্ম পুরাণেতে কহে নির্যাস করিয়া। বৈষ্ণবের জন্ম কথা শুন মন দিয়া॥ পিতৃলোক বুলে সব ব্যাকুল হইয়া। যাবৎ

কুলেতে পুত্র বৈষ্ণব না পায়্যা ॥ তাবত সংসারে ফিরে পিতৃ-লোক সব। যাবত কুলেতে পুত্র না হয় বৈষ্ণব ॥ ৪ ॥

তথাহি তত্রৈব।

বহির্মুখেন পুত্রেণ শ্রাদ্ধং যৎ পিতৃণাং কৃতং।
শতাব্দৈঃ পিণ্ডদানেন বৈষ্ণবেন সকৃদঞ্জলিঃ ॥ ৫ ॥

পদ্ম পুরাণেতে আর পুনঃ২ কয়। অবৈষ্ণবের পিণ্ড পিতৃ-লোকে নাহি পায়॥ শত২ পিণ্ড যদি দেয় অবৈষ্ণব। তাহা নাহি স্পর্শ করে পিতৃলোক সব॥ ভক্ত জনে দেয় যদি সকৃ-জলাঞ্জলি। তাহা খায়্যা নাচে সব দুই বাহু তুলি ॥ ৫ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অহং ভক্ত পরাধীনোহস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাগবতে কহিয়াছেন আপনে গোবিন্দ। যাহার শ্রবণে হয় জগত আনন্দ॥ ভক্তের অধীন আমি শুনহে ব্রাহ্মণ। ভক্ত হৈতে স্বতন্ত্র না হই কদাচন॥ ভক্তগণ হৃদয়ে বান্ধ্যাছে মোরে ভালে। সাধুজন প্রিয় আমি হই সর্ব্ব কালে ॥ ৬ ॥

তথাহি তত্রৈব।

সাধবো হৃদয়ংমহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৭ ॥

পুনর্ব্বার ভাগবতে আছে যে বিশেষ। শুন সাবধানে যাহা কহে হৃষীকেশ॥ আমার হৃদয়ে থাকে ভক্ত নিরন্তর। ভ-ক্তের হৃদয়ে আমি শুন বিপ্রবর॥ আমা বিনা যেই জন কিছু নাহি জানে। তাহা বিনা কচ্চিত না থাকি অন্য স্থানে ॥ ৭ ॥

তথাহি আদি পুরাণে।

যত্র যত্রচ মদ্ভক্ত স্তত্র তত্র সুখানিচ।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থানি বসন্তি তত্র সর্ব্বদা ॥ ৮ ॥

আদি পুরাণেতে কহেন বৈষ্ণবের তত্ত্ব। শুনিয়া পাষণ্ডী কান্দে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ॥ গঙ্গা আদি করিয়া যতেক তীর্থ আছে। নিরন্তর থাকে তারা মোর ভক্তের কাছে ॥ ৮ ॥

তথাহি আদি পুরাণে।

মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ।
তৎপরো দুর্ল্লভোনাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

আদি পুরাণেতে কহেন অর্জ্জুনের স্থানে। কেমন পাষণ্ডী ইহা নাহি শুনে কানে ॥ মোর ভক্ত দেখিয়া দুর্ল্লভ করি মানে সেই সে আমার প্রাণ কহিল অর্জ্জুনে ॥ ৯ ॥

তথাহি তত্রৈব।

বিপর্য্যাচারকারীচ মদ্ভক্তঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।
তদ্দোষ দর্শিনোলোকে তে বৈ নরক গামিনঃ ॥ ১০ ॥

আদি পুরাণেতে আছে মাহাত্ম্য বিস্তার। পাষণ্ডী বলেন নিন্দা না করিব আর ॥ ব্যভিচার কর্ম্ম যদি করে সাধুজন। তথাপি সর্ব্বত্র শুচি জানিহ কারণ ॥ মোর ভক্ত দেখি যেবা দোষ দৃষ্টি করে। সেই মহাপাপী যায় নরক ভিতরে ॥ ১০ ॥

তথাহি তত্রৈব।

তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্র নাস্তি হরেঃপ্রিয়ঃ।
তদ্দেশং সফলং মন্যে যত্রাস্তে ভগবৎ প্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

আদি পুরাণেতে আছে অপূর্ব্ব কথন। যাহা শুনি আন-

ন্দিত হয় ভক্তগণ ॥ যে দেশে নাহিক হয় কৃষ্ণভক্তগণ। সে দেশ নিষ্ঠুর বড় জানিহ কারণ ॥ তোমাকে কহিল আমি ধন্য সেই দেশ। যে দেশে আছয়ে কৃষ্ণভক্ত কৃপা লেশ ॥ ১১

তথাহি শ্রীধরস্বামিনোক্তং।

কিং মিষ্টং মধুরৈর্বিনাধর সুধাশিক্তান্ন ভক্তার্পিতং, তস্মান্মিষ্টতমঞ্চ কিং মুরারিপো র্নামাগুণোৎকীর্ত্তনং। তস্মান্মিষ্টতমঞ্চ কিং ভগবতো ভক্তস্য সন্দর্শনং, তস্মান্মিষ্টতমঞ্চ কিং মধুরিমাভক্তস্যবাচোদিতং ॥ ১২ ॥

সকল হইতে বড় বৈষ্ণব গোসাঞিও। শ্রীধর গোস্বামি কহে শুন সর্ব্ব ভাই ॥

ভক্তগণ অর্পিত, শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত, তাহা হৈতে কিছু নহে মিষ্ট। তাহা হৈতে আস্বাদন, জানিহ সকল জন, কৃষ্ণগুণ লীলা গান শ্রেষ্ঠ ॥ তাহা হৈতে মিষ্ট তম, নাহিক যাহার সম, এই কথা জানিহ কারণ। অন্তরে জানিয়া তত্ত্ব, যদি ভগবানের ভক্ত, ভাগ্য ফলে পায় দরশন ॥ তাহা হৈতে বড় মিষ্ট, অতি বড় হয় শ্রেষ্ঠ, যার পরে নাহি মধুরিমা। ভক্তের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, ত্রিভুবনে নাহি যার সীমা ॥ বৈষ্ণব দর্শন ফল, কি কহিব তার বল, সর্ব্ব তাপ যায় তার দূর। পাইয়া মানব জন্ম, না ভজিনু সাধু মর্ম্ম, এই দুঃখ রহিল অন্তর ॥ পড়ি ভব মায়া জালে, জনম গোঙানু হেলে, না ভজিনু বৈষ্ণব চরণ। বার বার এইবার, মোরে প্রভু কর পার, তব পায় লইনু শরণ ॥ ১২ ॥

তথাহি আদি পুরাণে।

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যা বৈষ্ণবঃ পরমোগুরুঃ॥ ১৩॥

আদি পুরাণেতে কৃষ্ণ কহিয়াছে আপনি। যাহা শুনি যোড় হস্ত হইলা ফল্গুণী॥ বৈষ্ণব পরম ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতমময়। বৈষ্ণব পরমারাধ্য জানিহ নিশ্চয়॥ বৈষ্ণব পরম গুরু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। গীতা বিচারিয়া দেখ হউক নিশ্চয়॥ ১৩॥

তথাহি তত্রৈব।

অস্মাকং বান্ধবো ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবোপ্যহং।
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবোবয়ং॥ ১৪॥

আদি পুরাণেতে কৃষ্ণ সব্যসাচী প্রতি। যে কথা কহিলা তাহা করহ প্রতীতি॥ আমার বান্ধব ভক্ত শুনহ অর্জ্জুন। ভক্তের বান্ধব আমি কহিল কারণ॥ আমার হয়েন গুরু ভক্ত মহাশয়। আমিয় ভক্তের গুরু জানিহ নিশ্চয়॥ ১৪॥

তথাহি সপ্তম স্কন্ধে।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ ১৫॥

ভাগবতে কহিয়াছে শুনহে রাজন্। বৈষ্ণবে বিশ্বাস পূর্ব্ব পুণ্যের কারণ॥ কত২ জন্ম যদি পুণ্য করি থাকে। বৈষ্ণবে প্রসাদে বিশ্বাস হয় সেই লোকে॥ ১৫॥

তথাহি দশম স্কন্ধে।

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং, হস্তৌচ কর্ম্ম
সুমন স্তব পাদয়োর্ণঃ। স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস
জগৎ প্রণামে,দৃষ্টি সতাং দর্শনেঽস্তুভগবত্তনূনাং॥১৬॥

কপিলদেব হইয়া মাতাকে শিখাইলা। সাধু সঙ্গ মহিমা বিনু অন্য না কহিলা ॥ এই মত ভাগবতে অনেক আছয়। গ্রন্থ বাঢ়ে সব তাহা লিখন না যায় ॥ দশমেতে যমল অর্জ্জুন মাগে বর। যাহা শুনি আনন্দিত প্রভু দামোদর ॥ তব গুণ কথায় বাণী হউক বিস্তার। তোমার কথায় কর্ণ রহুক আমার ॥ তোমার কর্ম্মেতে হস্ত রহু অনুক্ষণ। তব পাদপদ্মে স্মৃতি থাকুক মোর মন ॥ মস্তক রহুক তোর নিবাস প্রণামে। দৃষ্টি প্রাপ্ত হউক তব ভক্তের দর্শনে ॥ ১৬ ॥

তথাহি আদি পুরাণে।

যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা ন পতন্তি কদাচন।
ইন্দ্রাপতন্তি ভোগান্তে কিমিন্দ্রত্বং করিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

আর কথা কহিয়াছে আদি পুরাণেতে। ভক্তের সমান নাহি এতিন ভুবনেতে ॥ পতন নাহিক মোর ভক্তের কেবল। ভোগান্তে পতন ইন্দ্র হৈয়া কিবা ফল ॥ ১৭ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

গাত্বাচ মমনামানি মুখবাদ্যং সমাচরেৎ।
ইদং ব্রুবীমিতে সত্যং ক্রীতোহং তস্যচার্জ্জুন ॥ ১৮ ॥

আদি পুরাণেতে কহে সিদ্ধান্তের সার। যাহার শ্রবণে লোকের বহে অশ্রুধার ॥ মোর নাম গাত মুখ বাদ্য করে যেই। শুনহ অর্জ্জুন মোরে কিনিলেক সেই ॥ ১৮ ॥

তথাহি তত্রৈব।

গীত্বাচ মমনামানি যঃ কুর্য্যাৎ করতালিকা।
ইদং ব্রুবীমিতে সত্যং ক্রীতোহং তস্যচার্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

সেই পুরাণেতে কৃষ্ণ কহে আর বার। শুনিয়া সকল লোকে

বলে হাহাকার ॥ হাতে তালি দিয়া যেই মোর নাম গায়। সেই মোরে কিনিলেক জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৯ ॥

তথাহি পাণ্ডব গীতায়ং।

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি, নান্যং স্মরামি ন ভজামি নচাশ্রয়ামি। ত্যক্ত্বাত্ত্বদীয় পদপঙ্কজ মাদরেণ, শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যং ॥২০ ॥

হেন মহাজন পাপী লোকে নাহি ভজে। মহা কষ্ট হয় তার যমের সমাজে ॥ ভক্তগণে ভৃত্য হৈতে বাঞ্ছা নাহি করে। মোর বাঞ্ছা হয় দাস হইবার তরে ॥ পাণ্ডবগীতাতে ইহা আর কিছু কয়। কৃপাচার্য্য সত্য সত্য জানিহ নিশ্চয় ॥ তব ভক্ত পাদপদ্ম হৈয়া অনাগত। না বলিব না শুনিব অন্য কথা যত ॥ অন্য চিন্তা অন্য যত স্মরণ আশ্রয়। কিছু না করিব আমি জানিহ নিশ্চয় ॥ অহে শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম জগন্নাথ। তব দাস দান করি কর আত্মসাত ॥ ২০ ॥

তথাহি তত্ত্রৈব।

মজ্জন্মঃ সফলমিদং মধুকৈটভারে, মৎ প্রার্থনৈক মদনুগ্রহ এষ এব। ত্বদ্ভৃত্য ভৃত্য পরিচারক ভৃত্য ভৃত্য, ভৃত্যস্যভৃত্য ইতি মাংস্মর লোকনাথঃ॥ ২১ ॥

ভক্ত জনের ভৃত্য হৈতে সভার ইচ্ছা হয়। পাণ্ডবগীতায় তাহা কহিল নিশ্চয় ॥ হে মধুকৈটভঅরি সব লোকনাথ। জনম সফল কর করিয়া প্রসাদ ॥ তোমার ভৃত্যের ভৃত্য তার পরিকর। তার ভৃত্যের ভৃত্য মোরে কর নিরন্তর॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীসুভদ্রোবাচ।

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্গত মানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্ম জন্মনি ॥ ২২ ॥

পাণ্ডবগীতায আছে শুনহ বিচার। যে কথা কয়্যাছে তাহা অতি চমৎকার ॥ লক্ষ্মীরূপা সুভদ্রাত জগত জননী। যাঁর কৃপা লেশে হয় পবিত্র ধরণী ॥ ত্রিভুবনে যাঁকে কয় পতিত পাবনী। বসুদেব সুতা বাসুদেবের ভগিনী ॥ শুন২ সর্ব্বজন কহিল সর্ব্বথা। সেহ দাস্য মাগে অন্য জনের কি কথা ॥ বাসুদেবের ভক্ত যেই পরম সুশান্ত। তদ্গত মন তার আছ-য়ে একান্ত ॥ তাঁর দাসের দাস আমি হই জন্ম২। অতএব বৈষ্ণবের কে জানয়ে মর্ম্ম ॥ ২২ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থেত্যক্ত বান্ধবাঃ।
তেষামেব পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয় ॥ ২৩ ॥

আদি পুরাণেতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি। যে কথা কহিলা তাহা করহ প্রতীতি ॥ কদাচিত আমাতে করিয়া অনুরাগ। কোন ভক্ত বন্ধু বর্গ সব করে ত্যাগ ॥ সেই জন আমাকেত কিনিল নিশ্চয়। অন্যে কিনিবারে নারে শুন ধনঞ্জয়। হরি রসে কৃষ্ণ কথায় গেল যার কাল। গৃহে না বন্ধন হয় খণ্ডে ভব-জ্বাল ॥ কৃষ্ণ নামে রুচি যার কৃষ্ণের ভজন। স্বর্গে ধন্য ধন্য তাকে বলে দেবগণ ॥ হেন দেহে না ভজিল যশোদা দুলাল। বৃথা জন্ম হৈল তার কুক্কুর শৃগাল ॥ জন্মিয়া ভারতে ভাগবত না শুনিল। গুরু পাদপদ্মে রতি মতি না জন্মিল ॥ বৈষ্ণবের চরণেতে না জন্মিল ভক্তি। কৃষ্ণ নাম গুণ যশে না

হৈল আসক্তি॥ দুঃখী জীব প্রতি দয়া নাহিক যাহার। সেই জন বড় পাপী যেন ছারখার॥ জীবেতে আছয়ে দয়া মুখে বলে হরি। ধন্য ধন্য সেইজন বালাই লঞা মরি॥ গুরু ভক্ত ভগবান এক বস্তু হয়। এ তিনে থাকিলে ভক্তি নাহি কিছু ভয়॥ বৈষ্ণব মহিমা কিছু কহিতে না পারি। বৈষ্ণব পিরিতে সবে বল হরি হরি॥ ২৩॥

তথাহি তত্রৈব।

কৃষ্ণ স্মরণ মাত্রেণ নরো জাতি নিরাপদং।
যঃ স্মরেৎ সততং কৃষ্ণং নোজানে তস্য কিং ফলং॥ ২৪

আগে শুন শাস্ত্রের কথা কহিছে যেমত। কৃষ্ণের স্মরণ মাত্রে নর নিরাপদ॥ সতত যে জন কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ। তাহার মহিমা কিছু না যায় বর্ণন॥ ২৪॥

তথাহি পাণ্ডবগীতায়াং।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥ ২৫॥

গৃহস্থ বৈষ্ণব বলি কি কর ঘৃণা। তাহার মহিমা কিছু শুন পাপী জনা॥ একবা. বলিতে কৃষ্ণ সব পাপ যায়। সংসারি বৈষ্ণব তারা নিরন্তর গায়॥ দেখ দেখি কি মহিমা হয়েত ইহার। এই সঙ্গ করে যেই সেই হয় পার॥ গৃহস্থ বৈষ্ণব গুণ শুনরে পামর। পদ্মপুষ্প ভাসে যেন জলের উপর॥ সংসারে থাকিয়া তারা করে সংকীর্ত্তন। আনন্দে নিস্তরে পায় প্রভুর চরণ॥ ২৫॥

তথাহি আদিপুরাণে॥

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।

তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥ ২৬।

আদি পুরাণেতে হয় শ্লোক এক গোটি। গোবিন্দ কহিলা তাহা শুনিলা কিরীটী ॥ শ্রদ্ধায় হেলায় যেবা মোর নাম লয়। তার নাম মোর হৃদি শুন ধনঞ্জয় ॥ ২৬ ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

মম নাম সদা গ্রাহী মম কর্ম্ম প্রিয়ঃসদা।
তস্মৈ ভক্তিঃ প্রদাতব্যা নচ মুক্তিঃ কদাচনঃ॥ ২৭ ॥

সেইপুরাণেতে আর কহিছে কেশব। শ্রদ্ধা করি শুনে যাহা মধ্যমপাণ্ডব ॥ মোর নাম লয় সদা মোর কর্ম্মে প্রীত। ভক্তি তারে দিয়ে মুক্তি নহে কদাচিত॥ ২৭ ॥

তথাহি পাদ্মে।

নান্যৎকদাচিৎ স্বপ্নেপি বিনা মদ্ভক্ত সেবনং।
বর্ণাশ্রম স্থিতোমর্ত্ত্যো হরিভক্তো ভবেন্মুনিঃ ॥ ২৮ ॥

পদ্মপুরাণেতে আছে সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড। শুনি চমৎকার হৈল সকল পাষণ্ড ॥ আমার ভক্তের সেবা ছাড়িয়া স্বপনে। কদাচিত অন্য চিন্তা না করয়ে মনে ॥ বর্ণাশ্রম সেইজন হরি ভক্তি পায়। মুনির সমান সেই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ ২৮ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ন দানং ন তপোনেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীণয়ে ঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং ॥ ২৯ ॥

ভাগবতে কহিয়াছে শুন সর্ব্ব জন। শুনিয়া পাষণ্ডী সব হৈল নির্ব্বচন ॥ নির্ম্মল ভক্তিতে দান করে যেই জন। কৃষ্ণে বহির্ম্মুখ হৈলে সব বিড়ম্বন॥ তপ পূজা শৌচ ব্রত যেই জন করে। কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে ফল নাহি ধরে ॥ ২৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ভক্তিমাগাৎ পরঃপন্থা কৃষ্ণ প্রাপ্তির্নবিদ্যতে।

অন্যেষাং যোগ যজ্ঞানাং ভক্তি সিদ্ধির্নহিভবেৎ ॥ ৩০

ভাগবতে কহিয়াছে ভক্তির মাহাত্ম্য। শুনিলে সকল যায় মনের বৈজাত্য॥ ভক্তিপথ পরে যদি অন্য পথে যায়। কদাচিত কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিকট না হয়॥ অন্য যত যোগ যজ্ঞে ভক্তি নাহি হয়। ভক্তি বিনু কোন যোগে ফল নাহি দেয়॥ ভক্তের ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। ইহা খণ্ডি কোন মূর্খ করে অন্য জয়॥ ৩০ ॥

তথাহি পাদ্মে।

জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরংপঞ্চ দিনানি চ।

নতু কল্প সহস্রাণি ভক্তিহীনঞ্চ কেশবে॥ ৩১ ॥

পদ্ম পুরাণের কথা শুন সর্ব্ব জন। ইহা জানি সাধুসঙ্গ কর অনুক্ষণ॥ কৃষ্ণ ভক্ত হৈয়া বরং বাঁচে পঞ্চদিন। বৃথা সহস্রেক কল্প কৃষ্ণে ভক্তিহীন॥ ৩১ ॥

তথাহি তত্রৈব।

ব্যর্থতজ্জন্মমানুষ্যং জীবেদ্বহু দিনানি চ।

যৎকৃষ্ণ ভজনং ন স্যাৎ পশুতুল্য ন সংশয়ঃ॥ ৩২ ॥

পদ্ম পুরাণেতে আছে বহুত বিস্তার। শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা বৃথা জন্ম তার॥ মনুষ্যে জীবন বহু দিন বৃথা তান। শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা পশুর সমান॥ ৩২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ন সাধয়তি মাং যোগোন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ৩৩ ॥

একাদশে ভগবান উদ্ধবেরে কয়। ভক্তি পরে আর নাহি জানিবা নিশ্চয় ॥ যোগে আমি বশ নহি জানিবেক তুমি। সাঙ্খ্য স্বধর্ম্মেতে উদ্ধব বশ নহি আমি॥ বেদপাঠ তপ আদি আর যে সন্ন্যাস। কারো বশ নহে আমি কহিলো নির্যাস॥ সাধন ভক্তিতে মোরে করে আকর্ষণ। অতএব ভক্তি শ্রেষ্ঠ জানিবা কারণ॥ ৩৩॥

তথাহি শ্রীধরস্বামিনোক্তং।

তপন্তি তাপৈঃ প্রপতন্তি পর্ব্বতা, রটন্তি তীর্থানি
পঠন্তি চাগমান্। যজন্তি যাগৈর্ব্বিবদন্তুবেদৈ,
হরিং বিনানৈব মৃতং তরন্তি॥ ৩৪॥

ভাবার্থ দীপিকাতে শ্রীধর গোসাঞিও। যে কথা লিখিল তাহা শুন সর্ব্ব ভাই॥ পঞ্চ অগ্নি করি যদি মহাতাপ পায়। হরি বিনা মৃত্যু কভু এড়ান না যায়॥ পর্ব্বত হইতে যদি হয়েন পতন। নানা তীর্থ ক্ষেত্রে যদি করয়ে রটন॥ আগম পঢ়েন কিবা যজ্ঞ দান করে। বেদ পাঠ করে তভু মৃত্যু নাহি তরে॥ হরিভক্তি হীন তীর্থ করিবারে চলে। ঘরে ধন হারাইয়া উটু-কায় জলে॥ ৩৪॥

তথাহি তৃতীয়স্কন্ধে।

অহোবতশ্বপচোতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে
নাম তুভ্যং। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নামগৃহ্ণন্তি যে তে॥ ৩৫॥

ভাগবতে শ্লোক নামের মাহাত্ম্য বিস্তার। অতএব সেই শ্লোক লিখি আরবার॥ ৩৫॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনাচ তত্রৈব, গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতো দার কথা
প্রসঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥

বড়ই সিদ্ধান্ত কথা আছে ভাগবতে। শুকদেব কহে শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥ সেই স্থানে গঙ্গাদেবী যমুনা কাবেরী। সেই স্থানে সরস্বতী আর গোদাবরী॥ সেই স্থানে সর্ব্ব তীর্থ আসি করে বাস। যে স্থানে অচ্যুত কথা হয়েন প্রকাশ॥ ৩৬ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ত্যক্ত্বাচ মমনামানি কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চা খিলং।
কর্ম্মণা তেন বদ্ধাস্তে ন সুখায় কদাচন॥ ৩৭ ॥

অচ্যুত কথায় যার ভক্তি না জন্মিল। নিশ্চয় জানিহ তাকে বিধি বিড়ম্বিল॥ পদ্মপুরাণেতে কহে ত্রিদশের নাথে। যাহার শ্রবণে ভক্তি জন্মায় তাহাঁতে॥ মোর নাম ত্যাগ করি অন্য আচরণ। সেই কর্ম্মে বদ্ধ সুখ নাহি কদাচন॥ ৩৭।

তথাহি আদি পুরাণে।

যদচ্যুতকথালাপং কর্ণ পীযূষ বর্জ্জিতং। তদ্দিনং
দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নে ন দুর্দ্দিনং॥ ৩৮ ॥

আদিপুরাণেতে প্রভু কহে দামোদর। পাষণ্ডী বলয়ে কৃষ্ণ ভজিব সত্বর॥ মেঘেতে আচ্ছন্ন করে নহে সে দুর্দ্দিন। সে দিন দুর্দ্দিন অচ্যুতের কথা হীন॥ ৩৮ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুত কথা সুধাং।

হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড্ভুজাঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাগবতে শ্লোকার্থ শুনিয়া অধিক। সকল পাষণ্ডী আপনাকে মানে ধিক ॥ অচ্যুত অমৃত কথায় না হইল রত। নিশ্চয় জানিহ দৈবে তারে কৈল হত ॥ কৃষ্ণকথা ত্যাগ করি অন্য কথা শুনে। শূকরেতে বিষ্ঠা যেন করে অন্বেষণে ॥ ৩৯।

তথাহি আদি পুরাণে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা।

কাংগতি বৈষ্ণবা যান্তি কিং কুর্ব্বন্তি সনাতন।
কিং ধ্যায়ন্তি কিমর্চ্চন্তি প্রণমন্তিচ কিং প্রভো ॥ ৪০।

আদি পুরাণেতে কথা শুন সর্ব্বজন। বৈষ্ণবের তত্ত্ব পুছে কুন্তীর নন্দন ॥ অর্জ্জুন বলেন প্রভু শুন সনাতন। কোন গতি প্রাপ্ত হয় বৈষ্ণব ভাজন ॥ কি কর্ম্ম করেন তাঁরা ধ্যান বা কাহার। অর্চ্চন করেন কারে কারে নমস্কার ॥ ৪০ ॥

তথাহি তত্রৈব শ্রীভগবানুবাচ।

মদ্গাতি বৈষ্ণবা যান্তি প্রণমন্তিচ মাং সখে।
মাং ধ্যায়ন্তি সদা পার্থ মামর্চ্চন্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ভগবান বলে কথা শুনহে অর্জ্জুন। মোর গতি প্রাপ্ত হয় বৈষ্ণব মহাজন ॥ আমাকে প্রণাম করে ধ্যান করে মোর। অর্চ্চন করেন মোরে শুন পার্থবর ॥ ৪১ ॥

তথাহি তত্রৈব।

কুর্ব্বন্তি মম কর্ম্মাণি বদন্তি মদ্যশোমলং।
মম নামানি পুণ্যানি গায়ন্ত্যেব মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪২ ॥

মোর কর্ম্ম করে সদা মোর যশ কয়। মোর পুণ্য নাম তারা পুনঃ পুনঃ গায় ॥ ৪২ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে দুর্গাং প্রতি শিব বাক্যং।
সপ্রেম শ্রবণং ধ্যানং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে।
করোত্যবিরতং কৃষ্ণে মম ধ্যানং মদর্চ্চনং ॥ ৪৩ ॥

পদ্মপুরাণেতে শিব কহে দুর্গা প্রতি। যে কথা শুনিয়া লোক পাইল প্রতীতি ॥ সচ্চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের শরীরে। তাঁরে যে করয়ে পূজা সে করে আমারে ॥ ৪৩ ॥

তথাহি তত্রৈব।
গোবিন্দস্যার্চ্চনং যেষাং বিনা বিমল চেতসাং।
তে ন জানন্তি সৎকর্ম্ম তদীয় সেবনং বিনা ॥ ৪৪ ॥

পদ্মপুরাণেতে আছে শুন সর্ব্ব জন। শুনিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দিত মন ॥ গোবিন্দ অর্চ্চন বিনা পূজে দেবগণ। গোবিন্দের তত্ত্ব নাহি জানে সেই জন ॥ বৈষ্ণবের সেবা বিনা জানিবা এখন। কৃষ্ণের চরিত্র সেই না জানে কখন ॥ ৪৪ ॥

তথাহি তত্রৈব।
যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতা নিজগন্ত্যপি।
বহ্নন্তি জন্তব স্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥ ৪৫ ॥

পদ্মপুরাণেতে শ্লোক আছয়ে বিদিত। যাহা শুনি সর্ব্ব লোক হয় আনন্দিত ॥ যেই জন শ্রীকৃষ্ণেরে করিল অর্চ্চন। সেই জন জগতের করিল তর্পণ ॥ তাকে দেখি সর্ব্বলোক হয় আপ্যায়িত। স্থাবর জঙ্গম সব হয় আনন্দিত ॥ অতএব ভগবান সবার পুজিত। বৃক্ষমূলে জল দিলে শাখা প্রফুল্লিত ॥ ৪৫ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ভগবদ্বাক্যং ॥
যাংগতিং বৈষ্ণবাযান্তিং দেবাযান্তি নতাংগতিং।

ন রবেঃ প্রতিভা তত্র নাগ্নীনাং ন নিশাপতেঃ ॥ ৪৬ ॥

পদ্মপুরাণেতে কিছু কহে যদুমণি। ভক্তের মহিমা আর শুনহ ফাল্গুনী॥ যে গতি জানেন মোর বৈষ্ণব সুজন। সে গতি না জানে আছে যত দেবগণ॥ সূর্য্যের প্রভাব কিছু তাহা নাহি গতি। অগ্নির প্রভাব নাহি নাহি চন্দ্রজ্যোতি॥ ৪৬॥

তথাহি আদিপুরাণে ভগবদ্বাক্যং।

যাং গতিং বৈষ্ণবা যান্তি তাংগতিং নৈবযোগিনঃ।
ন বায়োর্গমনং তত্র লোকানাং ধর্ম্মসাক্ষিণাং ॥ ৪৭ ॥

আদিপুরাণেতে আছে শ্লোক সবিশেষ। অর্জ্জুন শুনিল কহে প্রভু হৃষীকেশ॥ যে গতি জানেন মোর বৈষ্ণব প্রবর। সেই গতি নাহি জানে যত যোগেশ্বর॥ বায়ুর গমন তত্র নাহি লোকগতি। ধর্ম্মসাক্ষী নাহি তথা শুন শুদ্ধমতি॥ ৪৭॥

তথাহি তত্রৈব।

যাংগতিং বৈষ্ণবাযান্তি ন তত্রাপি চরাচরাঃ।
ন যান্তি ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে নচ তত্ত্ববিদোজনাঃ॥ ৪৮ ॥

সেই পুরাণের কথা পুনর্ব্বার কয়। শুনি চমৎকার হৈল বীর ধনঞ্জয়॥ যে গতি হইল মোর বৈষ্ণব বিদিত। সে গতি না জানে চরাচর যত যত॥ সে গতি না জানে সব ধার্ম্মিকের গণ। তত্ত্ববিদগণ তাহা না জানে কখন॥ ৪৮॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে তৃতীয়াধ্যায়ে শিব নারদ সম্বাদে।

প্রতাপো ন রবেস্তত্র ন বিধোর্নাবকস্তচ।
সাত্বতস্তত্র নগচ্ছেদ্দেবাস্তত্র ন যোগিনঃ॥ ৪৯ ॥

বাসুদেব কহে পদ্মপুরাণের অর্থ। শুনিয়া বিস্ময় যাতে

হইলেক পার্থ ॥ রবির গমন নাহি নাহি চন্দ্রজ্যোতি। অগ্নির গমন নাহি নাহি জীব গতি ॥ সে স্থানেতে গতি নাহি যত দেববর। তথা না যাইতে পারে মহা যোগেশ্বর ॥ ৪৯ ॥

তথাহি আদিপুরাণে অর্জুন প্রশ্নঃ।

ভক্তানাং লক্ষণং কৃষ্ণং কথয় স্বপুনঃ পুনঃ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ভক্তানাঞ্চ মহত্ত্বতাং ॥ ৫০ ॥

আদি পুরাণেতে কথা কহিলা শ্রীকৃষ্ণ। শুনিয়া অর্জ্জুন তারে করিলেন প্রশ্ন ॥ ভক্তের লক্ষণ কৃষ্ণ কহ পুনর্ব্বার। শুনিতে হইল ইচ্ছা মাহাত্ম্যের সার ॥ ৫০ ॥

তথাহি পুর্ব্বশ্লোকঃ।

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাস্তত্র তত্র সুখানি চ।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থানি বসন্তি তত্র সর্ব্বদা ॥ ৫১ ॥

ভগবান বলেন তাহা শুন ধনঞ্জয়। ভক্তের মাহাত্ম্য আমি কহিব নিশ্চয় ॥ ৫১ ॥

তথাহি পাদ্মে শিব নারদ সংবাদে।

যত্র বিপ্রাহরের্ভক্তা স্তত্র সর্ব্বসুখং ভবেৎ।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থানি বসন্তি তত্র সর্ব্বদা ॥ ৫২ ॥

নারদ সম্বাদে কথা কহেন শঙ্কর। ভক্তের মাহাত্ম্য পাদ্মে আছয়ে বিস্তর ॥ শুনহ নারদ কৃষ্ণভক্ত থাকে যথা। সেই স্থানে মহা সুখ জানিবা সর্ব্বথা ॥ আছেন যতেক তীর্থ গঙ্গাদি প্রভৃতি। ভক্তের নিকটে তারা করেণ বসতি ॥ ৫২ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

গায়ন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণেতি মঙ্গলং পরং।
ত্যক্ত্বান্যৎ মম নামানি গায়ন্তিচ তে বৈষ্ণবাঃ ॥ ৫৩ ॥

আদিপুরাণেতে আছে কহি এক লব। যে কার্য্য করিয়া সব হইলা বৈষ্ণব ॥ কৃষ্ণইতি নাম মোর পরম মঙ্গল। যারা ইহা গায় তারা বৈষ্ণব সকল ॥ অথবা আমার যত নাম আছে সব। অন্য ছাড়ি গায় যারা সেইত বৈষ্ণব ॥ ৫৩ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীভগবানুবাচ।

মাহাত্ম্যং মমভক্তানাং যৎকার্য্য যচ্চ লক্ষণং।
করণীয়ং হরের্ব্বিপ্র সাবধান মনাঃশৃণুঃ ॥ ৫৪ ॥

পদ্মপুরাণেতে কহে প্রভু ভগবান। ইহা যেই শুনে সেই মহা ভাগ্যবান ॥ ভক্তের মাহাত্ম্য আর যে কার্য্য লক্ষণ। কৃষ্ণের করণী বিপ্র শুন এক মন ॥ ৫৪ ॥

তথাহি তৈত্রব।

ভক্তাঃ সদৈবভজনং কৃষ্ণস্য সেবনং তথা।
নানা কর্ম্ম পরিত্যক্ত্বা কৃষ্ণ্যরেকান্ত চেতসঃ ॥ ৫৪ ॥

নানা কর্ম্ম আছে যত হৈয়া অনাসক্ত। কৃষ্ণের সেবন করে সেই হয় ভক্ত ॥ ৫৪ ॥

তথাহি তত্রৈব।

কৃষ্ণ যথানিসংসেব্য শ্চিন্তনীয়ঃ সনাতনঃ।
ভক্তশ্চ নান্যজ্জানাতি কদাচিৎসচ সত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ যেন সবার সেব্য সবার চিন্তন। ভক্তও সবার পুজ্য জানিহ কারণ ॥ এ দুই ছাড়িয়া অন্য দেবকে পুজয়। কদাচিত সেই জন উত্তম না হয় ॥ ৫৫ ॥

তথাহি তত্রৈব।

ভক্তানাং হরিরারাধ্যঃ সদাত্যক্ত্বাভিমানং যৎ।
নান্যৎ কদাচিৎ স্বপ্নেপি বিনা তদ্ভক্ত সেবনং ॥ ৫৬ ॥

অভিমান ত্যাগ সদা ভক্ত মহাশয়। তাহার আরাধ্য কেবল হরি দয়াময় ॥ সদা কাল করে তেহেঁা সার ভক্ত সেবা। স্বপ্নেহ না জানে তেহেঁা অন্য দেবী দেবা ॥ ৫৬ ॥

তথাহি পাদ্মে।

কিং তস্য কাম্যকর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি চ।

কৃষ্ণসেবা সুখামোদী যস্তু মুক্তি মুপেক্ষতে ॥ ৫৭ ॥

পদ্মপুরাণেতে কহে ব্রহ্মার-নন্দন। বৈষ্ণব কাহাকে বলি কি তার লক্ষণ ॥ কি তার কামনা কর্ম্ম কহ দেখি শুনি। নিত্য নৈমিত্ত্য তার কেমন না জানি ॥ কৃষ্ণসেবা সুখে তার আর নাহি শিক্ষা। মুক্তি হেন বস্তু পায়্যা করেন উপেক্ষা ॥ ৫৭ ॥

তথাহি তত্রৈব।

কর্ম্মত্রয় বৈষ্ণবানাং দয়া জীবেষু নারদঃ।

গোবিন্দৈকান্ত ভজনং তদীয়ানন্ত সেবনং ॥ ৫৮ ॥

পদ্মপুরাণেতে কহে নারদের প্রতি। যে কথা কহিলা শুন দেব উমাপতি ॥ জীবেতে অত্যন্ত দয়া গোবিন্দ ভজন। কৃষ্ণ ভক্ত সেবা বিনু না জানে সেবন ॥ ৫৮ ॥

তথাহি তৈত্রব।

কৃষ্ণস্য নাম শ্রবণং সততং তস্য কীর্ত্তনং।

সৎপদেচৈব সেবোক্তি র্যঃ কুর্য্যাচ্চ অহর্নশিঃ ॥ ৫৯ ॥

পদ্মপুরাণেত আছে বৈষ্ণব চরিত। যে কর্ম্ম করিয়া হৈলা ভুবন পূজিত ॥ অহর্নিশি কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কীর্ত্তন। বৈষ্ণবের সেবা কার্য্য এইত লক্ষণ ॥ ৫৯ ॥

বৈষ্ণব করুণাসিন্ধু, দীন হীন জন বন্ধু, না ভজিয়া জন্ম গেল বৃথা। যে জন শরণ লয়, তারে নাহি উপেক্ষয়, এমন

দয়াল আছে কোথা ॥ নিজ দুঃখ নাহি গণে, পর দুঃখে দুঃখি মনে, কৈছে হবে জগতের হিত। হরি নাম সদা গান, যারে তারে করে দান, এই মত বৈষ্ণব চরিত ॥ যাহার গায়ের বায়, কত পাপী তরে যায়, ভুবন পবিত্র দরশনে। যার পানে ফিরি চায়, পাপ তাপ তার যায়, মতি হয় কৃষ্ণের চরণে ॥ বৈষ্ণব থাকেন যথা, সর্ব্ব তীর্থময় তথা, কে জানিবে তাহার মহিমা। পুরাণে শ্রীভাগবতে, শ্লোক আছে শতে শতে, তত্ত্ব যার না পাইল সীমা ॥ এই পরিহার করি, কেনে যাবে যম পুরী, থাকিতে বৈষ্ণব গুণধাম। গ্রন্থ অতি অনুপাম, সুললিত রস-ধাম, কহে বীরভদ্র যার নাম ॥

ইতি পাষণ্ডদলনে বৈষ্ণবমাহাত্ম্য নাম দ্বিতীয়
পরিসীমা ॥ ২ ॥

তং বন্দে বৈষ্ণব গুরুং পাদানন্দ সুশীতলং।
যৎ প্রসাদাম্মমাজ্ঞস্য ভক্তিশাস্ত্র বিলোকনং ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় মাধবেন্দ্র জয়াদ্বৈতচন্দ্র ॥ জয় জয় বৈষ্ণব গোসাঞি যাঁর নাম। জয় জয় পতিতপাবন গুণধাম ॥ বৈষ্ণব মহিমা লিখি নাহি যার সীমা। কিঞ্চিৎ কহিব এবে ভক্তির মহিমা ॥ ভক্তির মহিমা কহি শুনহ কিঞ্চিৎ। যে ভক্তি প্রভাবে ভক্ত জগৎ পুজিত ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ২ ॥

—অন্য অভিলাষ যত সব করি ত্যাগ। একান্ত হইয়া কৃষ্ণ

ভজনেতে রাগ ॥ নির্ব্বেদ ব্রাহ্মণ জ্ঞান সব করি দূর। ভজন সন্ধান জ্ঞান করিবে প্রচুর ॥ স্মৃতিযুক্ত নিত্যকর্ম্মে হবে অনাবৃত। ভজন পরিচর্য্যা কর্ম্মে হবে অনুরত ॥ কৃষ্ণের সম্বন্ধ আর কৃষ্ণের কারণ। প্রতিকূল্য ত্যাগ আনুকূল্যের কারণ ॥ এই মত করে যদি কৃষ্ণের সেবন। সর্ব্বোত্তমা ভক্তি তাকে বলে সর্ব্বজন ॥ ২ ॥

তথাহি একাদশে।

যথাগ্নি সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়াভক্তি রুদ্ধবৈনাংসিকৃৎস্নশঃ ॥ ৩ ॥

একাদশে কহে কৃষ্ণ উদ্ধবের পাশ। আমার ভক্তিতে সব পাপ হয় নাশ ॥ মহা অগ্নি কাষ্ঠরাশি করয়ে দহনে। মোর ভক্তি সমূলেতে পাপ বিনাশনে ॥ ৩ ॥

তথাহি তত্রৈব।

যন্নামধেয় শ্রবাণানুকীর্ত্তনাদ্‌যৎ প্রহ্বনাদ্‌যৎ স্মরণা-
দপিক্বচিৎ। স্বাদোপি সদ্যঃসবনায় কল্পতে, কুতঃ
পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৪ ॥

একাদশে কহিয়াছেন সিদ্ধান্ত অনুপাম। শুনিয়া পাষণ্ডি করে ভক্তিকে প্রণাম ॥ যার নাম ধ্যান আর শ্রবণ কীর্ত্তন। স্মরণ করিলে হয় পাপ বিমোচন ॥ সেইক্ষণে চণ্ডাল যজ্ঞের যোগ্য হয়। দরশনে যত ফল কহনে না যায় ॥ ৪ ॥

তথাহি পাদ্মে।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবোবর্ণবাহ্যোপি পুনাতি ভুবন ত্রয়ং ॥ ৫ ॥

পাদ্মেতে বৈষ্ণব তত্ত্ব আছে পরিপূর্ণ। পাষণ্ডির গর্ব্ব

গিরি শুনি হয় চূর্ণ॥ অবৈষ্ণব বিপ্র হয় চণ্ডাল যবন। চণ্ডাল বৈষ্ণব হৈলে ভুবন পাবন॥ ৫॥

তথাহি পাদ্মে।

অপ্রারব্ধ ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেণৈব প্রণীয়েত বিষ্ণুভক্তি রতাত্মনাং॥ ৬॥

অপ্রারব্ধ পাপ আর বাসনা প্রারব্ধ। প্রারব্ধ উন্মুখ পাপ আর যে প্রারব্ধ॥ বিষ্ণু ভক্তি হয় যদি অন্তরে যাহার। ক্রমেতে এসব পাপ হয়ত সংহার॥ ৬॥

তথাহি চতুর্থস্কন্ধে।

তৈস্তান্যঘানি পূযন্তে তপো দান ব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধ দয়ং তদপীশাংঘ্রি সেবয়া॥ ৭॥

ভক্তির মাহাত্ম্য সব ভাগবতে কয়। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা পাপ যাইয়া না যায়॥ তপ দান ব্রত কৈলে পাপ নষ্ট হয়। অধর্ম্ম পাপের বীজ কভু নাহি যায়॥ কৃষ্ণের চরণ যদি করয়ে সেবন। সেই ভক্তি হৈতে পাপ বীজ সংহরণ॥ ৭॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

যৎপাদ পঙ্কজ পলাস বিলাস ভক্ত্যা, কর্ম্মাশয়ং গ্রথিত মুদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্নরিক্ত মতয়ো যতয়োনিরুদ্ধ, শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং॥ ৮॥

ভক্তির মাহাত্ম্য কথা আছে ভাগবতে। শুকদেব কহিল শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥ শুকদেব বলে রাজা ছাড়ি অন্যমন। বাসুদেবের পাদপদ্ম করহ ভজন॥ বাসুদেবের পদ যেন পদ্ম অনুপাম। তাহাতে বিরাজে ভক্তিরস মধুধাম॥ সাধু সব

সেই ভক্তি করিয়া যাজন। কর্ম্ম রজ্জু অবিদ্যাদি করিল খণ্ডন ॥ ভগবানের ভক্তি বিনা যত মুনিগণ। কাম ক্রোধ হীন হৈয়া না হৈল তেমন ॥ ৮ ॥

তথাহি পাদ্মে।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রে হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ৯ ॥

পদ্মপুরাণেতে কহে শুন সর্ব্বজন। ভক্তির মহিমা হয় অকথ্য কথন ॥ জ্ঞান হৈতে মুক্তি ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। যজ্ঞ পুণ্য হৈতে ভুক্তি জানিহ নিশ্চয় ॥ জ্ঞান কর্ম্ম মিশ্র সাধন করে যদি সব। সহস্র সাধনে হরি ভক্তি সুদুর্ল্লভ ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীদশমে।

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তি মুদস্যতে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে
কেবল বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌক্লেশল এবশি-
ষ্যতে, নান্যদ্যথা স্থূল তুষাব ঘাতিনাং ॥ ১০ ॥

ভাগবতে দশমেতে লিখে ব্যাস মুনি। কৃষ্ণের সাক্ষাতে স্তুতি কৈল পদ্মযোনি ॥ শ্রীযুক্ত হরিভক্তি করিয়া বর্জ্জন। জ্ঞান লুব্ধ হৈয়া ক্লেশ পায় অনুক্ষণ ॥ পরিযাগ্তে হয় তার অশেষ যাতনা। উদুখলে কোটে যেন ধান্যের পাতনা ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে দঞ্চ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোপি নমেপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

পদ্মপুরাণেতে কৃষ্ণ কহিয়াছেন আপনি। শ্রুতি স্মৃতি

পুরাণাদি সব মোর বাণী॥ ছুল্লংঘ্য হয়েন ইহা যে করে ছেদন। ভক্ত হইলেও মোর প্রিয় নহে কদাচন॥ ১১॥

তথাহি একাদশে।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপিস্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সতু সত্তমঃ॥ ১২

এসব জানিয়াও যার গাঢ় তৃষ্ণা হয়। তাঁর আজ্ঞা ভঙ্গ করি তাঁহাকে ভজয়॥ একাদশে কহিয়াছে প্রভু ভগবান। দোষ গুণ ধর্ম্ম কর্ম্ম মোর অধিষ্ঠান॥ সর্ব্ব ত্যাগ করি যদি আমাকে ভজয়। সেইত সবার শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চয়॥ ১২॥

তথাহি একাদশে কপিল দেব বাক্যং।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ননির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ১৩॥

একাদশে যৈছে আছে কপিল বচন। কর্ম্ম থাকিলে ভক্তি নহে কদাচন॥ মায়া বদ্ধ হৈয়া কর্ম্ম করয়ে তাবত। আমার কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে যাবত॥ ১৩॥

তথাহি ব্রজবিহারে।

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদা সুতপদকমলে নাস্তিভক্তি-
র্নরাণাং, যেষামাভীর কন্যা প্রিয়গুণকথনে নানু-
রক্তারসজ্ঞা। যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা ললিত গুণকথা
সাদরেনৈবকর্ণৌ, ধিক্‌তান্ ধিক্‌তান্ ধিগেতান্
কথয়তি নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥ ১৪॥

ছন্দান্তরং।

স্বয়ং ভগবান পূর্ণ, ব্রজে যাঁর অবতীর্ণ, যশোদানন্দন নাম যাঁর। তাঁর পাদপদ্মোত্তমে, নাহি ভক্তি যে অধমে, ত্রিভুবনে

সেই ছার খার॥ ব্রজেতে আভীর কন্যা, কৃষ্ণপ্রিয়া অতি ধন্যা, তাঁর ভক্তি না জানে যে জনা। তাঁর গুণ কথনে, নানুরক্ত যেই জনে, বৃথা তার হইল রসনা॥ কৃষ্ণলীলামৃত অতি, তাতে নাহি যার রতি, ত্রিভুবনে দীন সেই জন। তাঁর কথা রস সার, তাতে কর্ণ নাহি যার, ধিক রহু তাহার জীবন॥ মনুষ্য শরীর ধরি, কেন না ভজিল হরি, জন্মি কেন না মৈল তখন। কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ যত, ধিক ধিক দেয় কত, ধিক দেয় এতিন ভুবন॥ বৃথা গেল মোর জন্ম, আমার সেইমত কর্ম্ম, না ভজিলাম হরি গুণনিধি। আপন দুর্দ্দৈব ফলে, মায়াতে বান্ধিল গলে, তাহে আর কিবা করে বিধি॥ ১৪॥

তথাহি সপ্তমে ষষ্ঠে শুক বচনং।

নামৈকং যস্যবাচি স্মরণ পথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং॥ ১৫॥

ভক্তির মাহাত্ম্য কিছু কৈনু নিবেদন। নামের মাহাত্ম্য এবে শুনসর্ব্বজন॥ নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম বাণী। নামব্রহ্ম নামব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি॥ নামের মাহাত্ম্য যত নাহি যার পার। তদক্ষর মাহাত্ম্য শুনি লাগে চমৎকার॥ বন মধ্যে দস্যু ছিল পুরাণেতে শুনি। মরা মরা জপিয়া বাল্মিক হৈল মুনি॥ নামের অক্ষর তার এই ফল ধরে। নামের মাহাত্ম্য তাহা কে কহিতে পারে॥ সপ্তম স্কন্ধেতে আছে শুকের বচন। যাহা শুনি পবিত্র হইল ত্রিভুবন॥ একবার নাম যেই করয়ে উচ্চার। অথবা স্মরণ গত হয় একবার॥ কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয়েন যদি নাম। ভবসিন্ধু তরি যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ পড়ে ক্রম বা রহিত। তথাপি তারয়ে নামে জানিহ নিশ্চিত॥ ১৫॥

তথাহি ধৃতরাষ্ট্র প্রতি বিদুর বাক্যং।

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরা মুত্তম শ্লোক মৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণ কুহরে হন্তয়ন্নাম ভানোরাভা-
সোপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং॥ ১৬॥

ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কথা কহিছে বিদুর। নামের মাহাত্ম্য তাতে আছয়ে প্রচুর॥ বিদুর বলেন অয়ে শুন কুরুরাজ। কৃষ্ণের চরণ ভজ হইয়া অব্যাজ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত মতি হৈয়া ভজ জনার্দ্দন। পাবন হইতে যেহোঁ অতি সে পাবন॥ যাঁর নাম সূর্য্য কর্ণ পথে হৃদে যায়। আভাসেতে পাপ অন্ধকার নষ্ট হয়॥ ১৬॥

তথাহি তত্রৈব।

অংঘঃ সংহরণাদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণি রিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নামঃ॥ ১৭

শাস্ত্রের বচন কিছু শুন সর্ব্বজন। নামের মহিমা কিছু না যায় কহন॥ একবার নাম হৃদে করয়ে প্রকাশ। সমস্ত লোকের পাপ সব হয় নাশ॥ সূর্য্যের উদয়ে তমোনিধি হয় লুপ্ত। তৈছে মঙ্গল হরি নাম জয় জয় যুক্ত॥ ১৭॥

তথাহি নৃসিংহ পুরাণে।

দংষ্ট্রি দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছ হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তি মাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ১৮॥

নৃসিংহ পুরাণে নামের মাহাত্ম্য বিস্তারি। শুনিয়া ভকত গণ বলে হরি হরি॥ অতি দুষ্টমতি এক আছিল যবন। কোন কার্য্য হেতু বনে করিল গমন॥ হেন কালে শূকর আইল বিদ্যমান। দন্তাঘাতে সে ম্লেচ্ছের লইল পরাণ॥ হারাম হারাম বলি

ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। হারামে ধরিল আসি আগুয়াও মোরে॥ ক্ষেদযুক্তে তিনবার লইল রাম নাম। মুক্ত হৈয়া যায় সেই শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥ কিরীট কুণ্ডল হার পীতবস্ত্র পরি। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজধারি॥ অমরা লংঘিয়া যায় চড়ি দিব্য রথে। শ্রদ্ধা করি লৈলে ফল না পারি বর্ণিতে॥ ১৮॥

তথাহি ষষ্ঠে শুকবাক্যং।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোপ্যগাদ্ধাম কিম্পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ১৯॥

ষষ্ঠ স্কন্ধেতে আর আছে ভাগবতে। শুকদেব কহে শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥ অজামিল নামে দস্যু ছিল দুষ্ট জন। ছোট পুত্রের নাম সে রাখিল নারায়ণ॥ মৃত্যুকালে যমদূতে বান্ধি লৈয়া যায়। নারায়ণ পুত্রে ডাকে পাই মহাভয়॥ সেই ক্ষণে আসি সব বিষ্ণুদূত গণ। কাঢ়ি লৈয়া গেল তারে বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥ পুত্র উপচিত নাম তার এই বল। শ্রদ্ধায় লইলে নাম কে জানিবে ফল॥ ১৯॥

তথাহি।

গোকোটি দানং গ্রহণেষুকাশী, মাঘে প্রয়াগে-
যুত কল্পবাসী। যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণ দানং,
গোবিন্দ নাম স্মরণে ন তুল্যং॥ ২০॥

মাহাত্ম্য কহিয়ে আর শাস্ত্র বিবরণ। নামের সমান নাহি এতিন ভুবন॥ কাশীতে গ্রহণে দান করে কোটি গোরু। মাঘেতে প্রয়াগে যদি হয় কল্পতরু॥ সুমেরু সমান যদি সোণা করে দান। তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥

এসব জানিয়া ভাই নামে দেহ মন। নাম বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোন জন ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অত্যদ্ভুত রিদং জ্ঞানং হরের্নামানুকীর্ত্তনং।
অজামিলোপি সঙ্কেতং যৎকৃত্বা হরিতাং গতঃ॥ ২১ ॥

নামের মাহাত্ম্য যত কহিতে না পারি। ভাগবতে কহে সবে বল হরি হরি ॥ অতি অদ্ভুত জ্ঞান কীর্ত্তন হরিনাম। অজামিল সঙ্কেতে করি গেল হরিধাম ॥ নামাভাসে মুক্ত হয় কহে ভাগবতে। অজামিল ত্রাণ পাইল নাম উচ্চারিতে॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

সাংকেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ২২ ॥

অন্য নামে নাম কিবা পরিহাস্যে কয়। হেলায় শ্রদ্ধায় যদি নাম উচ্চারয় ॥ তথাপি কৃষ্ণের নামে পাপ সব যায়। শুন শুন ভাগবতে পুনঃ পুনঃ কয় ॥ ২২ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

নামৈব পরমোধর্ম্ম নামৈব পরমস্তপঃ।
নামৈব পরমোবন্ধু র্নামৈব জগতাং গতিঃ॥ ২৩ ॥

আদিপুরাণেতে আর লিখিয়াছে বিস্তার। নামের মহিমা তাতে দেখায়াছে অপার ॥ যত ধর্ম্ম আছে নামের নহে এক লব। সর্ব্ব তপ হৈতে নাম পরম দুর্ল্লভ ॥ নাম পরে বন্ধু নাহি এতিন ভুবন। জগতের গতি নাম জানিহ কারণ ॥ সে করিল সর্ব্ব কর্ম্ম যে ভজিল হরি। যে ভজিল হরি সেই সর্ব্ব কর্ম্ম-কারী ॥ ২৩ ॥

তথাহি তৃতীয় স্কন্ধে।

অহোবত শ্বপচোতো গরীয়ান্,যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে
নাম তুভ্যং। তে পুস্তপস্তে জুহুবুঃ শস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃহ্নন্তি যে তে ॥ ২৪ ॥

শ্বপচ চণ্ডাল যদি কৃষ্ণ নাম লয়। সেইজন গরীয়ান সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ ২৪ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥২৫ ॥

নারদীয়ে কহিয়াছে সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড। তাহা শুনি নাম জপে যতেক পাষণ্ড ॥ হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার। কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর ॥ ২৫ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

কিন্তাত বেদাগম শাস্ত্র বিস্তরৈ, স্তীর্থৈরনেকৈ-
রপি কিং প্রয়োজনং। যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি
কারণং, গোবিন্দ গোবিন্দইতিস্ফুটং রট ॥ ২৬ ॥

আগম নিগম পড়ি কিবা প্রয়োজন। গোবিন্দের নাম মুখে করহ রটন ॥ ২৬ ॥

তথাহি তত্রৈব।

ভজগোবিন্দং স্মরগোবিন্দং গোবিন্দং ভজমূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ-
করণে ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দ ভজন কর গোবিন্দ স্মরণ। ভজন করিলে পাপী

হবে বিমোচন ॥ প্রাপ্ত কাল হয় যবে নিকটে মরণ। ধাতুপাঠ কৈলে তাহে না করে রক্ষণ ॥ ২৭ ॥

তথাহি তর্কশাস্ত্রে।

তর্কঃ কন্দলবাদ এষ কবিতা মিথ্যাবচশ্চর্ব্বণং,সা
হিত্যং পরমিন্দ্রজালপদবী শাস্ত্রাণিচ কল্পনা।
নানা তন্ত্র পুরাণ বেদ নিচয়া সর্ব্বেপি দুঃখপ্রদা,
রেরেমূঢ় হরেঃপদরজো যুগলং চেতশ্চিরং চিন্তয়ঃ ॥ ২৮

তর্ক পড়য়ে বাদ অনুবাদ কারণ। কবিতা করয়ে মিথ্যা বচন চর্ব্বণ ॥ নানা কবি পাঢ়ি ইন্দ্রজাল বিদ্যা আদি। শাস্ত্রাদি কল্পনা কেহ করে নিরবধি ॥ নানা তন্ত্র পুরাণ বেদ বেদ পড়ে যত। অনেক দিবস দুঃখ পায় অবিরত ॥ অয়ে মূঢ় হরিপাদ পঙ্কজ যুগল। চিত্তেতে করহ চিন্তা হইবে সফল ॥ ২৮ ॥

তথাহি তত্রৈব।

অনন্তশাস্ত্রং বহুধাচ বিদ্যা, স্বল্পশ্চকালো বহু বিঘ্ন
তাচ। যৎসারভূতং তদুপাসনীয়ং, হংসো যথা
ক্ষীর মিবাম্বুমিশ্রং ॥ ২৯ ॥

পড়িলে শুনিলে ভাই হরিভক্তি নহে। কন্দল করিতে তার ব্যর্থ দিন যায়ে ॥ অনন্ত আছয়ে শাস্ত্র বিদ্যাও বিস্তর। অল্প কাল বাঁচে তাতে বিঘ্ন বহুতর ॥ সার ভূত উপাসনা কর মতিমান। হংস যেন জল মধ্যে দুগ্ধ করে পান ॥ ২৯ ॥

তথাহি।

জাতি বিদ্যা মহত্বঞ্চ রূপং যৌবন মেবচ।
যত্নেন পরিবর্জ্জেত পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ ॥ ৩০ ॥

এসব জানিয়া মূর্খ কৃষ্ণে দেহ মন। পঞ্চ কষ্ট ত্যাগ করি ভজ জনার্দ্দন ॥ ৩০ ॥

তথাহি।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়াঃ সদা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

এই পঞ্চ তেজি লোক ভজ মহাপ্রভু। এ সব থাকিলে কৃষ্ণ ভক্তি নহে কভু॥ মদ অভিমান ছাড়ি যেবা হয় হীন। তবেত কহিয়ে তার ভকতির চিহ্ন॥ উচ্চ স্থানে জল দিলে নীচ স্থানে যায়। নীচ হৈয়া ভজিলে সে সর্ব্ব ভক্তি পায়॥ এই পঞ্চ জন হয় চণ্ডাল সমান। এ সব জানিয়া পঞ্চ দেহ সমাধান॥ তৃণ হৈতে আপনাকে নীচ অভিমান। তরু হৈতে আপনাকে হবে সহবান॥ অতি দীন হীন দেখি করিবে সম্মান। এই মত হৈয়া সদা লবে হরিনাম॥ ৩১ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

যে নামযুক্তা বিচরন্তি ভুমৌ, ত্যক্ত্বাচকামান্ বিষ-
য়াশ্চ ভোগান্। তেষাঞ্চ মুক্তিং পরমাংহি নিষ্ঠাং,
দাস্যামি সত্যং মমগানিযুক্তাং ॥ ৩২ ॥

নাম যুক্ত মন হৈয়া পৃথিবী বেড়ায়। কামনা বিষয় ছাড়ি যেবা আমা গায়॥ ভক্তি ছাড়ি যেবা মোরে অন্য নাহি চায়। সত্য তারে মুক্তি দেই কহিল সবায়॥ ৩২ ॥

তথাহি দশমস্কন্ধে।

নাসাং দ্বিজাতি সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥

তথাপি হ্যুত্তম শ্লোকে কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদি মতামপি॥ ৩৩॥

কোন পাঠ পড়ি পাইল যজ্ঞপত্নীগণ। গজ মূর্খ হৈয়া কেনে পাইল জনার্দ্দন॥ ভাগবতে আছে তাহা শুন সর্ব্বজন। যে মতে পাইল কৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণ॥ ক্ষুধা যুক্ত হৈয়া সখা সঙ্গে কৃষ্ণ রাম। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ স্থানে পাঠাইলা শ্রীদাম॥ ব্রাহ্মণের পাশে শ্রীদাম মাগে অন্ন দান। অন্ন না দিলেন আর কৈল অসম্মান॥ কোথাকার রাম কৃষ্ণ কে জানে তাহারে। দেবতাকে না দিয়া আগে দিব রাখালেরে॥ পুনঃ আসি গেল শ্রীদাম যাহাঁ যজ্ঞপত্নী। শুনিয়া আনন্দ হৈল সকল ব্রাহ্মণী॥ ভক্তি ভাবে অন্ন লৈয়া দিল শীঘ্রগতি। পড়িয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল হেন মতি॥ পাছে খেদ করি কহে যতেক ব্রাহ্মণ। ধিক্ থাকুক আমা সবার যত অধ্যয়ন॥ ব্রাহ্মণী সকল প্রতি ব্রাহ্মণ প্রশংসে। দ্বিজাতি সংস্কার নহে যত ব্রহ্মবংশে॥ গুরু গুরু বাস নাহি কৈল কদাচিত। তপ নাহি আত্মনাত্ম বিবেক বর্জ্জিত॥ শুচিরতা নাহি কিছু নাহি উপাসন। শুভাশুভ কর্ম্ম নাহি জানে নারীগণ॥ তথাপিহ কৃষ্ণে ভক্তি হইল সবার। পড়িয়াও ভক্তি নৈল আমা সবাকার॥ ৩৩॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

দন্তাগ্নজানাং কুলিশাগ্র নিষ্ঠুরা, নির্ণায়দৈতেন
বলং মমৈতৎ।. মহাবিপৎপাতু বিনাস্মরায়ং,
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥ ৩৪॥

বিপত্তে পড়িয়া সঙরিল জনার্দ্দন। বিঘ্ন হৈতে মুক্ত তারে

কৈল নারায়ণ ॥ অরণ্যের পশু তার হৈল হেন গতি। পড়িয়াও কার নাহি হয় হেন মতি ॥ ৩৪।

তথাহি পদ্মপুরাণে।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তো ভিন্নাত্মা নামনামিনঃ ॥ ৩৫ ॥

পদ্মপুরাণেতে কহে নামের মহিমা। নামের মহিমা যাতে দেখাঞাছে সীমা ॥ নাম চিন্তামণি হয় কৃষ্ণের স্বরূপ। চৈতন্য বিগ্রহ রস হয় এক রূপ ॥ পূর্ণ শুদ্ধ হয় নাম আর নিত্য মুক্ত। কৃষ্ণের শরীর সঙ্গে হয় এক যুক্ত ॥ ৩৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্য মিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বেচ্ছাময় নাম ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তি ধরে। নামের কৃপা হৈলে সেই নাম লৈতে পারে॥ নামের কৃপা নাহি যারে হয়না পণ্ডিত। তার মুখে নাম নাহি আইসে কদাচিত ॥ যারে তারে কৃপা করে নাহি স্থানাস্থানে। ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া যায় চণ্ডাল বদনে ॥ ইন্দ্রিয় শকতি নাহি কৃষ্ণ নাম লয়। তবে কি প্রকারে নাম সর্ব্বলোকে কয় ॥ সেবন উন্মুখ জীব কদাচিত হয়। আপনে আসিয়া নাম জিহ্বাতে স্ফুরয় ॥ ৩৬॥

তথাহি শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যোবাচ।

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধু জীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বা-

দনং, সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরংবিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ
সংকীর্ত্তনং ॥ ৩৭ ॥

জয় যুক্ত হয় সদা নাম সংস্কীর্ত্তন। চিত্তরূপ দর্পণ তাকে করেন মার্জ্জন॥ ভবদাবানল মহা করে নির্ব্বাপণ। কল্যাণ চন্দ্রের সুধা করে বিতরণ॥ বিদ্যা বধু মুক্তি ভুক্তি সবার জীবন আনন্দ সমুদ্র সদা করয়ে বর্ণন॥ প্রতি পদে পদে পূর্ণ সুধা আস্বাদন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ করয়ে মগন॥ ৩৭॥

এই মত আছে নামের মাহাত্ম্য বিস্তার। মন সূতে নাম-মালা কণ্ঠে কর হার॥ নিকটে শমন ভয় নাহিক নিস্তার। নাম নৌকা করি ভবসিন্ধু হও পার॥ ভবসিন্ধু তরিবারে যার আছে মন। নাম নৌকা হৃদি ঘাটে করহ বন্ধন॥ সবার সাক্ষাত এই করি পরিহার। নামলও না থাকিবে যম অধিকার আমি নাহি কহি ইহা শাস্ত্রের লিখন। বৈষ্ণব পিরিতে হরি বল সর্ব্বজন॥ সামান্য রূপেতে ইহা করিল বর্ণন। বিশেষ বর্ণন এবে শুন সর্ব্বজন॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে যার চিত। পাষণ্ডদলন বীরভদ্রের রচিত॥

ইতি পাষণ্ডদলনে বৈষ্ণব মাহাত্ম্যে নাম মাহাত্ম্য
বর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ পরিসীমা।

তং বন্দে বৈষ্ণবগুরুং পাদানন্দ সুশীতলং।
যৎ প্রসাদাৎ মমাজ্ঞস্য ভক্তিশাস্ত্রবিলোকনং॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় মাধবেন্দ্র

জয়াদ্বৈতচন্দ্র ॥ আগে গুরু তবে ভক্ত তবে ভগবান। শ্রীগুরু মাহাত্ম্য কিছু করিব বাখ্যান ॥ ১॥

তথাহি।

প্রণম্যং গুরুপাদাব্জং প্রণম্যং পরমং গুরুং।
পরাপরগুরুং নত্বা শ্রীচৈতন্যং শ্রীজাহ্নবাং ॥ ২ ॥

প্রণাম শ্রীগুরু পাদ পদ্মেতে আমার। পরম গুরুর পদে মোর নমস্কার ॥ নমো পরাপরগুরু জাহ্নবা চরণে। চৈতন্য চরণে নমো জীবনে মরণে ॥২ ॥

তথাহি তন্ত্রবাক্যং।

হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টেন কশ্চনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুরেব প্রসাদয়েৎ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণেতে অপরাধ যদি হয় কদাচিত। গুরু হৈতে ত্রাণ পায় জানিহ নিশ্চিত ॥ গুরু অপরাধী যদি হয় কোন জন। কৃষ্ণও না পারে তাহা করিতে খণ্ডন ॥ অতএব গুরুর পদে হৈয়া সাবধান। গুরুর প্রসাদে হয় ভক্তি অধিষ্ঠান ॥ ৩ ॥

তথাহি তত্রৈব।

বলবানাদরোসস্বা ন্নস্যাদ্গুরু পদাম্বুজে।
শ্রুতেরপি শতৈঃশাস্ত্রৈঃ কৃষ্ণভক্তি র্নজায়তে ॥ ৪ ॥

গুরুতে আদর বলবান নাঁহি যার। শাস্ত্র পড়ি কৃষ্ণভক্তি না হয় তাহার ॥ গুরু পাদপদ্মে নিষ্ঠা আছে যার মন। কোন শাস্ত্র না পড়িয়া পণ্ডিত সে জন ॥ ৪ ॥

তথাহি তত্রৈব।

যত্র যত্র গুরুংপশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভূমৌ ছিন্ন মূল তরোর্যথা ॥ ৫ ॥

যথা তথা পায় যদি গুরু দরশন। দেখিলেই কৃতাঞ্জলি হইবে তখন॥ অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবত হইবে নিশ্চয়। ছিন্ন মূল তরু যেন ভূমিতে পড়য়॥ গুরু সেবা কর ভাই করিয়ে যতন। গুরু কৃপা হৈলে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ৫॥

তথাহি তত্রৈব।

সকর্ত্তব্য মকর্ত্তব্য মদেয়ঞ্চ মকিঞ্চনৈঃ।
গুরু পরিকৃতাদেহে কুলস্ত্রীণাং পতিরিবঃ॥ ৬॥

তন্ত্রেতে কহিল কথা কর অবধান। গুরুব্রহ্ম গুরুশিব গুরু ভগবান॥ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিবা করেন উপহাস্য। তথাপি গুরুর আজ্ঞা রাখিবে অবশ্য॥ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কিবা কহেন কারণ। করিবেন তাহা জানি গুরুর বচন॥ দান যজ্ঞ বস্তু কিবা দানেতে অধর্ম্ম। গুরু আজ্ঞা হৈলে তভু করিবে সে কর্ম্ম॥ গুরু সেবা করিবেন করি প্রাণপণ। পতিব্রতার ধর্ম্ম পতির আজ্ঞার পালন॥৬

তথাহি তত্রৈব।

যে ন কুর্ব্বন্তি গুর্ব্বাজ্ঞা পাপীষ্ঠাং স্তে নরাধমাঃ।
ন তেষাং নরকঃ ক্লেশঃ নিস্তারং মুনিসত্তমঃ॥ ৭॥

গুরু আজ্ঞা যেই জন না করে পালন। সে পাপীষ্ঠ লোক মধ্যে হয় নরাধম॥ শুনহ মুনিবর কি বলিব আর। নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার॥ ৭॥

তথাহি তত্রৈব।

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকা পাদ পীঠকং।
বস্ত্রংছায়াং তথাশিষ্যো লংঘয়েন্ন কদাচন॥ ৮॥

শুন শুন সর্ব্বজন শাস্ত্রের প্রমাণ। গুরুর অগ্রেতে শিষ্য হবে সাবধান॥ গুরুর আসন শয্যা আর যে বাহন। পাদুকা

হয়েন কিবা আর সিংহাসন ॥ ছায়া আদি আর যত বসন ভূষণ। কদাচিত শিষ্যে নাহি করিবে লংঘন ॥ ৮।

তথাহি নারদীয়ে।

গুরু হুঙ্কার ন কৃত্যং যোবদেন্মূঢ়ধিন্নরঃ।
অরণ্যে প্রান্তরে দেশে ভ্রমন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৯।

হুঙ্কার করিয়া গুরু করে সম্বোধন। শিষ্যও হুঙ্কার করি কহয়ে বচন ॥ সেই মূঢ় নর ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া। অরণ্য পাথারে ফেরে ভ্রমণ করিয়া ॥ গুরু বাক্য শুনি কিছু না করিবে হাস্য। গুরুর বচনে আজ্ঞা বলিবে অবশ্য ॥ ৯ ॥

গুরুসন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
ন সদ্গাতি মবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলং ॥ ১০ ॥

গুরুর অগ্রেতে যদি পূজে দেবগণ। সুসত্ব অর্চ্চন নহে নিষ্ফল পূজন ॥ ১০ ॥

তথাহি তত্রৈব।

ধ্যান মূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিং পূজা মূলং গুরোঃপদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মুক্তিমূলং গুরোঃকৃপা ॥ ১১ ॥

গুরু মূর্ত্তি ধ্যান সেই সব ধ্যানের মূল। গুরু পাদপদ্ম পূজা নাহি যার তুল ॥ সকল মন্ত্রের মূল গুরুর চরণ। গুরুকৃপা হৈলে মুক্তি কোন্ প্রয়োজন ॥ ১১। •

তথাহি তত্রৈব।

যোগুরুঃ স হরিঃ সাক্ষাৎ যোহরিঃ সগুরুস্বয়ং।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টে হরিঃ স্বয়ং ॥ ১২ ॥

যেই গুরু সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেই গুরু। গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ১২ ॥

তথাহি তত্রৈব।

গুর্ব্বার্থে ধারয়েদ্দেহং গুর্ব্বার্থে ধনোপার্জ্জনং।
গুরোঃ শুশ্রূষণং কার্য্যং দেহ প্রাণ ধনৈরপি ॥ ১৩ ॥

গুরুর নিমিত্তে দেহ ধন উপার্জ্জন। দেহ প্রাণ ধন দিয়া করিবে সেবন॥ ১৩ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
নমর্ত্ত্য বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়োগুরুঃ ॥ ১৪ ॥

ভাগবতে কহে প্রভু আপনে শ্রীকৃষ্ণ। যাহা শুনি সর্ব্বলোক গুরুতে সতৃষ্ণ॥ আমাকে জানিবা গুরু কহিল নিশ্চিত। ইহাতে অবজ্ঞা না করিবে কদাচিত ॥ গুরুতে মনুষ্য জ্ঞান কভু না করিবা। গুরুতেই সর্ব্ব দেব নিশ্চয় জানিবা ॥ ১৪ ॥

গুরু সে করুণাসিন্ধু, পতিত জনের বন্ধু, গুরু বিনা নাহিক নিস্তার॥ সংসার সাগর ময়, দেখি লাগে মহাভয়, গুরু বিনা নাহি দেখি পার॥ পড়িয়া সংসার মাঝে, দিন গেল মিছা কাজে, না ভজিলাম গুরুর চরণ। মুঞি সে ভজন হীন, বৃথা কাজে গেল দিন, বৃথা মোর এচ্ছার জীবন॥ গুরু কৃপা হয় যারে, কি করিবে কালে তারে, সংসারের সেই হৈল পার। গুরু পদে নাহি রতি, কি হবে তাহার গতি, না দেখিয়ে তাহার নিস্তার॥ গুরু বিনা যত অন্য, সকলি জানিবা শূন্য, ভজ গুরু চরণ কমল। সংসার তরিবা যদি, ভজ গুরু নিরবধি, আর কিছু নাহি দেখি বল॥ গুরুতে করিয়া রতি, সংসারেতে অনাসক্তি, সুখে সবে করহ গমনে। পাইয়া মানুষ দেহ, গুরুতে না হৈল লেহ, এই দুঃখ রহিল মরমে॥

তথাহি।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং, কবিতাং জগদীশ-
কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তির-
হৈতুকী ত্বয়ী ॥ ১৫ ॥

গুরুর মাহাত্ম্য যত আছয়ে অপার। সে সব লিখিতে গ্রন্থ বাঢ়য়ে বিস্তার ॥ ধন জন নাহি চাহি কবিতা সুন্দরী। জন্মেং ভক্তি মোরে দেহ কৃপা করি ॥ ১৫ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

শ্রীভগবানুবাচ। ত্যক্ত্বাচ মম নামানি কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম
চাখিলং। তেষাং কর্ম্ম নিবন্ধোয়ং নচ যাতি
কদাচন ॥ ১৬ ॥

মোর কর্ম্ম ছাড়ি যেবা অখিল কর্ম্ম করে। সুখ কোথা পাবে কর্ম্ম বন্ধ হৈয়া মরে ॥ ১৬ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

মেরু মাত্র সুবর্ণানি গবাং কোটি সহস্রশঃ।
দত্বাচাপ্যর্থনাশায় যতো ভক্তি বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭ ॥

সুমেরু সমান সোণা করি পরিমাণ। শতকোটি গাভী যদি করে কেহ দান ॥ দান করি আপনার অর্থ মাত্র যায়। ভক্তি হীন হৈলে কোন ফল নাহি পায় ॥ ১৭ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১৮ ॥

পুরুষের পরম ধর্ম্ম নাহি কিছু অন্য। অহৈতুকী ভক্তি হৈলে আত্মার প্রসন্ন ॥ ১৮॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচঃ॥ ১৯॥

সেই সে পরম ধর্ম্ম পুরুষের হয়। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি যে করয় ॥ কলিযুগে কর্ম্মে ধর্ম্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়। নিশ্চয় জানিহ কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করি যে কৃষ্ণ ভজয়। প্রভু পাপ নাশ করি মুক্ত করি লয় ॥ ১৯॥

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে।

হরিরেব সদা সেব্যো নান্যো যস্য মহাত্মনঃ।
লোকস্য জগদারাধ্যো হরিভক্তিঃ স উচ্যতে ॥ ২০ ॥

পাদ্মোত্তর খণ্ডেতে যে আছয়ে প্রমাণে। হরিভক্তি বলি যারে শুন সাবধানে॥ হরি সেবা বিনা যেই নাহি জানে সেবা। স্বপ্নেহ না জানে যেই অন্য দেবী দেবা ॥ জগত আরাধ্য সেই জানিহ নিশ্চয়। হরিভক্তি বলি তারে সর্ব্বলোকে কয় ॥ ২০ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অনন্য নির্ম্মাল্য ভুজো ভক্তাস্তে মর্ত্ত্য মানুষাঃ।
গোবিন্দোপাসকা যে তু নিত্যং বেদান্তরং বিনা ॥ ২১॥

পদ্মপুরাণেতে আছে বৈষ্ণবের রীত। ত্রিভুবনে কে জানিবে তাঁহার চরিত॥ শ্রীকৃষ্ণেতে হয় যার দৃঢ় উপাসনা। বেদের নিষেধ বিধি না করে ভাবনা ॥ অন্যের নির্ম্মাল্য তারা না করে ভক্ষণ। নিশ্চয় জানিবা এই ভক্তের লক্ষণ ॥ ২১ ॥

তথাহি পাদ্মে।

সর্ব্ববেদান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভাগবতাশ্রয়ঃ।
যস্য পাদাশ্রয়োহহরেঃ স ভাগবত উচ্যতে ॥ ২২ ॥

ভক্তকে ভাগবত বলে যে কারণ। পদ্মপুরাণেতে শুন তার বিবরণ॥ বেদ ত্যাগ করি ভাগবত যে আশ্রয়। গোবিন্দ আশ্রয় তারে ভাগবত কয়॥ ২২॥

তথাহি পাদ্মে।

অনন্য বিষয়োনন্য হৃদয়ো অববঞ্চকঃ।
কেবলং হরিসেবাজ্ঞঃ স ভক্ত পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৩॥

পদ্মপুরাণেতে কয় শুন সর্ব্ব জন। অন্যের বিষয় অন্য না করে ভাবন॥ কৃষ্ণ সেবা বিনু যেই নাহি জানে আর। তাকে কৃষ্ণ ভক্ত কহে জগত সংসার॥ ২৩॥

তথাহি পাদ্মে।

নিত্যং নৈমিত্তিকংকর্ম্ম দান সঙ্কল্প মানসং।
দৈবকর্ম্ম তথাপৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবোগৃহী॥ ২৪॥

পদ্মপুরাণেতে কহে পুরাণের মর্ম্ম। গৃহস্থ বৈষ্ণব যেই করিবেক কর্ম্ম॥ নিত্য নৈমিত্ত কর্ম্ম নাহি করে দান। মনেতে সঙ্কল্প কিছু না করে সন্ধান॥ দেবকর্ম্ম পৈত্রীকর্ম্ম ত্যাগ করে সব। তবে সে বলিয়ে তারে গৃহস্থ বৈষ্ণব॥ ২৪॥

তথাহি পাদ্মে বৈশাখ মাহাত্ম্যে।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা,
স্তাস্তামেবহি দৈবতা পরমিকাং জল্পন্তি কল্পা-
বধিঃ। সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ

সমস্তাগমা, ব্যাপারেষু বিবেচন ব্যতিকরং নীতেষু
নিশ্চীয়তে ॥ ২৫ ॥

যদি বল তা কেনে করিব আচরণে। পদ্মপুরাণেতে কহে শুন সাবধানে॥ চরাচর জীব সব করিতে মোহন। কল্পিত আগম শাস্ত্র কৈল প্রকাশন॥ সেই শাস্ত্রেতে আছে যে যে দেবগণ। কল্পাবধি সেই দেব পূজে সর্ব্ব জন॥ এক ভগবান বিষ্ণু সমস্ত আগমে। বিবেচনা করি কেহ তাহা নাহি জানে॥ ২৫ ॥

তথাহি পাদ্মে।

ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাণিচাশ্রয়াঃ।
দাসাভবন্তি দেবর্ষে যদেতে কৃষ্ণ সেবিনঃ॥ ২৬॥

পদ্মপুরাণেতে আছে শুন আর কথা। শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হইবে সর্ব্বথা॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কেনে লয়। কৃষ্ণের ভজন কৈলে দাস নাম হয়॥ ২৬॥

তথাহি তত্রৈব।

যে কণ্ঠ লগ্ন তুলসী নলিনাক্ষ মালা, যে বাহুমূল
পরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রাঃ। যেষাং ললাট ফলকে
লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা, স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥ ২৭ ॥

পদ্মপুরাণেতে আছে বৈষ্ণব লক্ষণ। পুর্ব্বে কহিয়াছি এবে শুন সর্ব্ব জন॥ ২৭॥

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে।

বিভর্ত্তি যো নরো নিত্যং তিলকং হরিমন্দিরং।
মদ্দয়া জায়তে তস্মিন্ সত্যং সত্যং হিনারদ॥ ২৮॥

হরি মন্দির তিলক নিত্য করয়ে ধারণ। সেই মোর প্রিয় সেই কৃপার ভাজন ॥ ২৮॥

তথাহি পাদ্মে।

কৃষ্ণনামাক্ষরৈর্গাত্র মঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোক পাবনোভূত্বা তস্যলোক মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥

নামের অক্ষর যদি করয়ে ধারণ। তাহার মাহাত্ম্য পাদ্মে শুনহ কারণ ॥ চন্দনাদি দিয়া অঙ্গ করয়ে লেপিত। তবে কৃষ্ণাক্ষর তাতে করয়ে অঙ্কিত ॥ আপনার বংশ সেই করয়ে উদ্ধার। পরকালে বিষ্ণুলোকে প্রাপ্তি হয় তার ॥ ২৯ ॥

তথাহি স্কান্দে।

হরিনামাক্ষরং যুক্তং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতং।
তুলসী মালিকোরস্কং নস্পৃশেযু যমোদ্ভটাঃ ॥ ৩০ ॥

স্কন্দ পুরাণে আর আছে এই কথা। শুনিয়া পাষণ্ডী সব জানিল সর্ব্বথা ॥ গোপী চন্দনের ফোঁটা কপালে শোভন। হরিনামাক্ষর তাতে করয়ে অঙ্কন ॥ তুলসীর মালা ধরে কণ্ঠের উপর। পরশিতে নারে তারে যমের কিঙ্কর ॥ ৩০ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অচ্ছিদ্র মূর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তিলক করিয়া ভালে ছিদ্র নাহি দেয়। দ্বিজের অধম তারে পুরাণেতে কয় ॥ তাহার কপালে কুকুরের পদ চিহ্ন। নিশ্চয় জানিহ সবে না জানিহ অন্য ॥ ৩১ ॥

তথাহি পাদ্মে।

দৃষ্ট্বা ভালে দ্বিজাগ্মান মচ্ছিদ্র মূর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রকং।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মৃতিং কৃত্বা বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েন্মুখং ॥ ৩২ ॥

আর কিছু কহি এবে শুন সর্ব্ব জন। পদ্মপুরাণেতে তাহা করিছে দোষণ॥ অচ্ছিদ্র তিলক ভালে ব্রাহ্মণকে দেখে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মৃতি করি বস্ত্র দিবে মুখে॥ ৩২ ॥

তথাহি পাদ্মে পার্ব্বতী প্রশ্নঃ।

শিবোবাচ। এতদুক্তং পুরা বিপ্র শ্রদ্ধয়া পার্ব্বতী ময়া। যা নিষেধৌ যস্য বিধি লোক নিস্তার কারণং ॥ ৩৩ ॥

পার্ব্বতী করিছে প্রশ্ন কহে পঞ্চানন। সেই কথা শ্রদ্ধা করি শুন সর্ব্ব জন॥ যতেক নিষেধ বিধি পুরাণে অপার। লোকের নিস্তার লাগি করিলা প্রচার॥ ৩৩ ॥

তথাহি পাদ্মে।

তৎ শৃণুস্বমহাভাগে ভববন্ধ বিনাশনং।
বৈষ্ণবানামমন্যানাং কলৌযেপি মলাপহাঃ ॥ ৩৪ ॥

শুন দুর্গা ভববন্ধ হয় বিমোচন। কলিতে বৈষ্ণব সব পতিত পাবন॥ ৩৪ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে।

ব্রাহ্মণঃ কুলবিদ্বান্ যো ভস্মধারী ভবেদ্যদি।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং দেবী মদ্যোচ্ছিষ্টং ঘটং যথা ॥ ৩৫ ॥

পদ্মপুরাণেতে শিব কহিছে কারণ। ব্রাহ্মণ হইয়া ভস্ম করয়ে ধারণ॥ অবশ্য তাহাকে দেখি করিবে বর্জ্জন। মদিরা উচ্ছিষ্ট যেন না করে স্পর্শন॥ ৩৫ ॥

তথাহি।

বিপ্রস্য কৃষ্ণ ভজনং মুখ্যংকর্ম্ম যতোগুরুঃ।

যদন্য দেবতাং সেবেৎ স স্যাদ্বিপ্রোবহির্ম্মুখঃ ॥ ৩৬ ॥

সকল বর্ণের গুরু হয়ত ব্রাহ্মণ। সকল দেবের শ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণ ॥ ব্রাহ্মণের সমান হয় যত দেবগণ। শ্রেষ্ঠ হৈয়া ভজ কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠের চরণ ॥ তবে যদি অন্য দেবের করয়ে সেবন। বহির্ম্মুখ সেই বিপ্র জানিহ কারণ ॥ ৩৬ ॥

তথাহি।

শৈবঃ শাক্তা গাণপত্যঃ সৌরান্য দেব পূজকঃ।
গোবিন্দ স্মরণং নস্যাৎ সস্মাদ্‌যদি চ বৈষ্ণবঃ ॥ ৩৭ ॥

শৈব শাক্ত গাণপত্য অন্য দেব উপাসন। গোবিন্দ স্মরণ তার নহে কদাচন ॥ বৈষ্ণব হয়েন যদি সেই সব জন। তবে সে কৃষ্ণেতে মতি জানিহ কারণ ॥ ৩৭ ॥

তথাহি।

শাক্তশ্চ বৈষ্ণবোভূত্বা দুর্গে তত্রালয়ে হরেঃ।
দেবানাং সন্নিধৌ বিষ্ণোঃ পূজনং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করে কহেন কথা পার্ব্বতীর স্থান। শাক্তেতে বৈষ্ণব হঞা পূজে দেবগণ ॥ বিষ্ণুর নিকটে কিম্বা পূজে দেবগণ। সে জন নরকে যায় জানিহ কারণ ॥ ৩৮ ॥

তথাহি।

আলয়ে দেব দেবস্য বিষ্ণোরমিত চেতসঃ।
সন্নিধৌ চান্য দেবস্য পূজনং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥

দেবের দেবতা বিষ্ণু গুণের অবধি। তাঁহার আলয়ে অন্য দেব পূজে যদি ॥ অথবা নিকটে তাঁর পূজয়ে দেবতা। সে জন নরকে যায় জানিহ সর্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥

তথাহি।

বিষ্ণু পূজা গৃহে যস্তু অন্যেষাং পূজয়েদ্‌যদি।
করোতি মূঢধীর্দুর্গে বৈষ্ণবো যাতি দুর্গতিং॥ ৪০॥

বিষ্ণুর মন্দিরে যদি দেবতা পূজয়। তাহার নিস্তার নাহি জানিহ নিশ্চয়॥ শঙ্কর বলেন দেবী কহি তোমা প্রতি। বৈষ্ণব হইয়া তার হয়ত দুর্গতি॥ ৪০॥

তথাহি।

সংসারীবৈষ্ণবঃ কৃষ্ণোপাসকঃ পরম সুধাঃ।
দেবায়ং পূজয়েদ্‌যর্হি সোঽবৈষ্ণবো ভবেৎ ধ্রুবং॥ ৪১॥

কৃষ্ণ উপাসকি হয় কোন বুদ্ধিমান। সংসারি হইয়া সেহ বৈষ্ণব প্রধান॥ সেই জন পূজে যদি দেব দেবী সব। নিশ্চয় জানিহ সেই হয় অবৈষ্ণব॥ ৪১॥

পাষণ্ড দলন নাম বৈষ্ণবের তত্ব। মধ্যে মধ্যে ভক্তি নাম গুরুর মাহাত্ম্য॥ বৈষ্ণবের গুণ যশ বৈষ্ণবের নাম। সমস্ত অধ্যায়ে আছে অতি অনুপাম॥ গুরুর মাহাত্ম্য অধ্যায় করিয়া আরম্ভ। তার মধ্যে লিখিলাম অনেক প্রসঙ্গ॥ পাষণ্ড দলন গ্রন্থ অতি অনুপামা। চতুর্থ অধ্যায় কহে বীরভদ্র নামা॥

ইতি পাষণ্ডদলনে বৈষ্ণব মাহাত্ম্যে গুরু মাহাত্ম্য
নাম চতুর্থ পরিসীমাঃ।

তং বন্দে বৈষ্ণব গুরুং পাদানন্দ সুশীতলং।
যৎ প্রসাদৎ মমাজ্ঞস্য ভক্তিশাস্ত্র বিলোকনং॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় মাধবেন্দ্র জয়াদ্বৈতচন্দ্র ॥ ১ ॥

তথাহি পাদ্মে।

চণ্ডালোপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ ॥ ২ ॥

হরিভক্তি চণ্ডালের অন্তরে প্রবিষ্ট। মুনিগণ হৈতে সেই হয় মহাশ্রেষ্ঠ ॥ হরিভক্তি হীন যদি হয়ত ব্রাহ্মণ। চণ্ডাল হইতে সেই জানিহ অধম ॥ ২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

কৃতেযদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩ ॥

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য পূর্ব্বে করিয়াছি বিস্তার। অতএব ইহাঁ নাহি করিল প্রচার ॥ যেই যুগে যেই ধর্ম্ম করহ ভজন। কলিযুগে সংকীর্ত্তন শাস্ত্রের বচন ॥ সত্যযুগে বিষ্ণু পাদপদ্ম করে ধ্যান। ত্রেতাযুগে যজ্ঞধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ দ্বাপরযুগেতে পরিচর্য্যা ধর্ম্ম কয়। কলিযুগে সংকীর্ত্তন জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩ ॥

তথাহি তত্রৈব।

কৃতে যদ্দশভির্বর্ষৈৎ ত্রেতায়াং হায়নেপি চ।
দ্বাপরে চ সমাসেন অহোরাত্রে ততঃ কলৌ ॥ ৪ ॥

তিন যুগে অনেক দিবসে যাহা হয়। কলিযুগে অহোরাত্রে সেই ধর্ম্ম কয় ॥ ৪ ॥

তথাহি।

নৈবেদ্য গ্রহণং ঘ্রাণং দর্শনং স্পর্শনং তথা।

দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবঃ সুধীঃ॥ ৫ ॥

বৈষ্ণব সুবুদ্ধি অতি হয় যেই জন। অন্য দেব নৈবেদ্য পান না করে ভক্ষণ॥ ঘ্রাণ নাহি লয় তার না করে দর্শন। স্পর্শন না করে তাহা বৈষ্ণব যে জন॥ ৫ ॥

তথাহি।

নশ্নীয়াদন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবঃ সদা।
নান্যস্যোপাসনাকার্য্যা প্রাণকণ্ঠেগতাবপি ॥ ৬॥

বৈষ্ণব বলিয়া নাম হয়েত যাহার। অন্য দেব নির্ম্মাল্য নাহি করয়ে স্বীকার॥ নিশ্চয় জানিহ ভাই বৈষ্ণব যে জনা। প্রাণ কণ্ঠে নাহি করে অন্য উপাসনা॥ ৬॥

তথাহি।

যদ্ভক্ষং দেব নির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
তদ্ভুঙ্ক্তে যদি মূঢ়াত্মা তৎসর্ব্বং সুরয়া সমং॥ ৭ ॥

দেবতা নির্ম্মাল্য ভক্ষ হয় যে যে মত। পত্র পুষ্প ফল জল আদি করি যত॥ যদি তাহা ভক্ষণ করয়ে মূঢ়জন। সেই সব দ্রব্য হয় মদিরার সম॥ ৭ ॥

তথাহি।

প্রাণ ত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কালকূটাদি ভোজনৈঃ।
তথাপি দেবতোচ্ছিষ্ট ভোজনস্তু ন বৈষ্ণবঃ॥ ৮ ॥

কালকূট বিষ যদি সম্মুখেতে ধরে। তাহা খাঞা প্রাণ ছাড়িবার মন করে॥ তথাপিহ দেবতার উচ্ছিষ্ট এক লব। ভক্ষণ না করে যেই হয়েত বৈষ্ণব॥ ৮ ॥

তথাহি।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্যানাং সুরাপানৈর্যথা ভবেৎ।

বৈষ্ণবানাং তথা কর্ম্ম দেব নির্ম্মাল্য ভোজনৈঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ। সুরাপান কৈলে যৈছে হয়েত অধর্ম্ম ॥ বৈষ্ণব হইয়া যদি অন্য দেবতার। নির্ম্মাল্য ভক্ষণ কৈলে তৈছে হয় তার ॥ ৯ ॥

তথাহি।

সুরাপানং শ্রাদ্ধদ্রব্যং সুর নির্ম্মাল্যমেবচ।
ন ভক্ষেদ্বৈষ্ণবোজ্ঞানী প্রাণচান্তে কদাচন ॥ ১০ ॥

মদিরা ভক্ষণ আর শ্রাদ্ধের যে দ্রব্য। দেবতা প্রসাদ যদি দৈবে হয় লভ্য ॥ এই তিন কদাচিত করিতে ভক্ষণ। প্রাণ অন্তে নাহি করে বৈষ্ণব যে জন ॥ ১০ ॥

তথাহি পাদ্মে।

ন জহাতি বৈষ্ণবত্বং স্ত্রী তৈলামিষ্য ভোজনে।
জহাতি সুর নির্ম্মাল্যং শ্রাঁদ্ধামন্ত্রণ ভোজনে ॥ ১১ ॥

স্ত্রী সঙ্গী তৈল গায় মৎস্য যদি খায়। তথাপি বৈষ্ণবত্ব তার কভু নাহি যায় ॥ দেবতা প্রসাদ আর শ্রাদ্ধ আমন্ত্রণে। বৈষ্ণবত্ব যায় তার করিলে ভক্ষণে ॥ ১১ ॥

তথাহি।

শুনঃ পুচ্ছ যথা ধৃত্বা তর্ত্তুমিচ্ছে সরিৎপতিং।
হরিং ত্যক্ত্বা তথা সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবেৎ ॥ ১২ ॥

কুক্কুর লাঙ্গূল ধরি মনে করে আশা। সমুদ্র তরিতে যৈছে করয়ে ভরসা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র ত্যাগ অন্য দেব উপাসনা। ভবার্ণব তরিতে না পারে সেই জনা ॥ ১২ ॥

তথাহি।

হৃদয়ে চ বসেদযস্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

কৃষ্ণোঽন্যোপাসনা নাস্তি নিশ্চিত্ত তস্য নারদ ॥ ১৩ ॥

আর কথা শুন সর্ব্ব পুরাণেতে কয়। চিন্ময়জ্ঞান যদি প্রকাশে হৃদয় ॥ কৃষ্ণ উপাসনা বিনা সেই মতিমান। নিশ্চয় করিতে নারে ভজন সন্ধান ॥ ১৩ ॥

তথাহি পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং।

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোপি পাপং স্যান্মৎ প্রভাবতঃ ॥ ১৪ ॥

পদ্মপুরাণে কৃষ্ণ কহিয়াছে আপনে। ইহা জানি আচরণ কর সর্ব্বজনে ॥ আমার নিমিত্তে যদি করে পাপ কর্ম্ম। সে পাপ কল্পনা তার হয় মহা ধর্ম্ম ॥ মোরে অনাদর করি যদি করে ধর্ম্ম। আমার ইচ্ছায় সেই হয় পাপ কর্ম্ম ॥ ১৪ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

গায়ন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণেতি নাম মঙ্গলং।
সর্ব্বত্র মঙ্গলং তেষাং কুতস্তেষামমঙ্গলং ॥ ১৫ ॥

আদিপুরাণেতে আর কহিছে নিশ্চয়। যাহা শুনি পাষণ্ডিতে কৃষ্ণ গুণ গায় ॥ নিরবধি শুনি সব বৈষ্ণব সভায়। কৃষ্ণেতি মঙ্গল নাম গুণ যশ গায় ॥ সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় জানিহ নিশ্চত। অমঙ্গল তা সবার নাহি কদাচিত ॥ ১৫ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অরি র্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যারে কৃপা লেশ হয় প্রভু নারায়ণ। কিসের অভাব তার এ তিন ভুবন ॥ কিঞ্চিৎ প্রসন্ন যদি হয় হৃষীকেশ। অরি সেহ

মৈত্র হয় জানিবে বিশেষ ॥ বিষ তার পথ্য হয় অধৰ্ম্মেতে ধৰ্ম্ম। বিপরীতে বিপর্য্যয় অকৰ্ম্মেতে কৰ্ম্ম ॥ ১৬ ॥

তথাহি।

ন বাসুদেব ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
জন্ম মৃত্যুং জরা ব্যাধি ভয়ংবানোপজায়তে ॥ ১৭ ॥

বাসুদেবের ভক্ত যেই হয় সুনিশ্চিত। অশুভ নিকটে তার নহে কদাচিত ॥ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় যায় দূর। শাস্ত্র পুরাণেতে ইহা লিখিছে প্রচুর ॥ ১৭ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

পিতৃগোত্রে চ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
কৃষ্ণভজন মাত্রেণ তত্র গোত্রাচ্যুতো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

এ কথা সন্দেহ কেহ না করিহ ভাই। অচ্যুতের গোত্র হৈলে কোন ভয় নাই ॥ পিতৃগোত্র হৈতে কন্যা স্বামিগোত্রে যায়। শ্রীকৃষ্ণ ভজন কৈলে কৃষ্ণ গোত্র হয় ॥ ১৮ ॥

তথাহি তন্ত্রে।

মন্ত্রদাতা ন চ গুরু র্ন চ মন্ত্রার্থবাচকঃ।
মন্ত্র মন্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯ ॥

গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হয় চিত্ত। গুরু সঙ্গে থাকি আগে বুঝিবে চরিত ॥ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব দেখিয়া শুনিয়া। গুরু হৈতে মন্ত্র নিবে পূর্ব্বেতে জানিয়া ॥ মন্ত্র-দাতা নহে গুরু জানিহ নিশ্চয়ে। মন্ত্র অর্থ কহে যদি সেহ গুরু নহে ॥ মন্ত্র আর মন্ত্র অর্থ সব তত্ত্ব জ্ঞাতা। সেই সে গুরুর যোগ্য জানিহ সর্ব্বথা ॥ ১৯ ॥

তথাহি পাদ্মে।

গুরুবাঞ্ছা পৃথক্‌ভূতা শিষ্যবাঞ্ছা পৃথগ্বিধা।
ন ভদ্রং তত্র দেবর্ষে তৎক্ষণাত্তংগুরুং ত্যজেৎ॥ ২০॥

গুরুর পৃথক বাঞ্ছা ধর্ম্ম যাতে হানি। শিষ্যের পৃথক বাঞ্ছা ধর্ম্ম তত্ত্ব জানি॥ সে গুরু কল্যাণ তার নহে কদাচন। শুন ঋষি সে গুরু ত্যাগিবে ততক্ষণ॥ ২০॥

তথাহি পাদ্মে।

অগৃহীদন্যমন্ত্রাণি তত্ত্যক্ত্বা সাধকোত্তমঃ।
গৃহীতব্যং কৃষ্ণমন্ত্রং মন্ত্রত্যাগী ভবেন্নহি॥ ২১॥

অন্য দেব মন্ত্র যদি করয়ে গ্রহণ। সে মন্ত্র করিবে ত্যাগ সাধক যে জন॥ পুনর্ব্বার কৃষ্ণ মন্ত্র করিবে গ্রহণ। মন্ত্র ত্যাগ পাপ তার নহে কদাচন॥ ২১॥

তথাহি পাদ্মে।

ভগবদ্ধর্ম্মমাশ্রিত্য বিশ্বাসং ন করোতি যঃ।
ইহলোকে ভবেদ্দুঃখী পরে চ নরকং ব্রজেৎ॥ ২২।

কৃষ্ণ মন্ত্র লঞা যদি গুরুকে ত্যাগয়। তাহার নিস্তার নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ ২২॥

তথাহি।

যে ন কুর্ব্বতি গুর্ব্বাজ্ঞা পাপীষ্ঠাং স্তে নরাধমাঃ।
ন তেষাং নরকঃ ক্লেশ নিস্তারং মুনিসত্তমঃ॥ ২৩॥

হেন গুরু ত্যাগ যদি করে কোন জনে। পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত তাহা রহিবে কেমনে॥ ২৩॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

গুরুর্নসস্যাৎ স্বজনোনসস্যাৎ, পিতানসস্যাৎ জননী

নসস্যাৎ। দৈবং ন তৎস্যাম্নপতিশ্চ সস্যান্নমোচ-
য়েদ্‌যঃসমুপেত মৃত্যুং॥ ২৪॥

এবে গুরু ত্যাগ কথা শুনিতে অশক্য। এই মত অনেক করিনু পূর্ব্ব পক্ষ॥ তাহা শুনি পুনঃ কহে করিয়া নির্ধাস। যাহা শুনি সর্ব্বলোকের হইল বিশ্বাস॥ কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। গুরু নিষেধিলে আর না করিবে কর্ম্ম॥ কৃষ্ণের নিমিত্তে কর্ম্ম কৃষ্ণ প্রয়োজন। যাহা হৈতে ভববন্ধ হয়েত মোচন॥ এ কর্ম্ম করিতে যদি গুরু নিষেধয়। অবশ্য করিবে ত্যাগ নাহি পাপ ভয়॥ কিবা গুরু কিবা পিতা যত কিছু সব। জননী দেবতা পতি কিবা সে বান্ধব॥ যমদণ্ড যাহা হৈতে না হয় মোচন। তা সবা করিবে ত্যাগ জানিহ কারণ॥ গুরু ত্যাগ কৈল বিরোচনের নন্দন। ভাই ত্যাগ করিল রাক্ষস বিভীষণ॥ প্রহ্লাদ করিল ত্যাগ আপনার পিতা। ভগবান কপিল করিল ত্যাগ মাতা॥ গোপীগণের পতি ত্যাগ ভাগ-বতে শুনি। সর্ব্বদেব ত্যাগ কৈল ভৃগু আদি মুনি॥ ২৪॥

তথাহি পদ্ম পুরাণে।

চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥ ২৫॥

বৈষ্ণবের গুণ যশ সমুদ্র তরঙ্গ। মধ্যে মধ্যে আসিলেক অনেক প্রসঙ্গ॥ কৃষ্ণ যেই ভজে তার শুনহ মহিমা। অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে দিতে তার সীমা॥ অভক্ত ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডালের সম। শ্বপচ ভকত হৈলে হয় দ্বিজোত্তম॥ তাহার প্রমাণ কৃত আছয়ে পুরাণে। মোর দোষ নাহি শুন শাস্ত্রের প্রমাণে॥২৫॥

তথাহি আদিপুরাণে।

যথা পতিব্রতা নারী ন ভজেৎ স্বামিনং বিনা।
অন্যোচ্ছিষ্টং ন ভোক্তব্যং মানবো বৈষ্ণব স্তথা ॥ ২৬॥

মহাগুণ স্পর্শ মণি, সবার মুখেতে শুনি, পরশেতে লোহা হয় সোণা। সে সোণার নাহি ক্ষম, লোহাকে করিতে হেম, এই কথা জানে সর্ব্বজনা ॥ চিন্তামণি রত্ন সার, সোণা জন্মে অষ্ট ভার, এই তার কহিল মহিমা। সোণা হৈতে সোণা হয়, ইহা কেহ নাহি কয়, এ তাবত হৈল তার সীমা ॥ তাহা হৈতে গুণ শত, কৃষ্ণের ভকত যত, যদি তার পায় দরশন। সর্ব্বপাপ দূরে যায়, পরম পবিত্র হয়, সেহ হয় ভুবন পাবন ॥ তাহার স্পর্শন পায়, সেহ ভাগবত হয়, তাহার দর্শনে সাধু হয়। দীপ হৈতে দীপ যত, জ্বালে যেন শত শত, এই মত জানিহ নিশ্চয় ॥ এমন দয়ার প্রভু, অন্যেতে না শুনি কভু, মোরে প্রভু করহ প্রসাদ। কহে বীর ভদ্র নাম, বৈষ্ণব গুণের ধাম, এইবার ক্ষম অপরাধ ॥

শুন শুন আরে ভাই পুরাণ বচন। কৃষ্ণেতে অত্যন্ত নিষ্ঠা বৈষ্ণব যে জন ॥ পতিব্রতা নারী যেন পতি তার সব। অন্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ না করে বৈষ্ণব ॥ ২৬ ॥

তথাহি।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবো মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ২৭ ॥

গঙ্গা আদি স্নানে পাপ বিলম্বেতে যায়। বৈষ্ণব দর্শনে পাপ সদ্য নষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

তথাহি।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ২৮॥

কৃষ্ণচরণারবিন্দে হৈল মন যার। তাঁরে শূদ্র জ্ঞান কৈলে যমের প্রহার॥ শূদ্র নহে শূদ্র যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥ ২৮॥

তথাহি।

স্ত্রী শূদ্র পতিতো বাপি যেন্যে চ পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়স্তি হরিংভক্ত্যা স্তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥ ২৯॥

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী। কৃষ্ণ পরায়ণ হৈলে দণ্ডবৎ করি॥ ২৯॥

তথাহি পাদ্মে।

বিপ্রস্ত কৃষ্ণভজনং মুখ্যংকর্ম্ম যতোগুরুঃ।
যদন্য দেবতাং সেবেৎ যস্মাদেব বহির্ম্মুখঃ॥ ৩০॥

বিপ্র হঞা কৃষ্ণ ভজে হয় সর্ব্ব সুখ। কৃষ্ণ ছাড়ি দেব ভজে সেই বহির্ম্মুখ॥ ৩০॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অস্মাস্মেবহি বিপ্রাণাং.পুজ্যোনান্যোস্তি কশ্চন।
মোহাদ্‌যঃপূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবেৎধ্রুবং॥ ৩১॥

আর এক কথা কহি না করিহ হেলা। ব্রহ্মা শিব ছাড়ি ভৃগু বিষ্ণু পাশে গেলা॥ বড় ক্রোধ হঞা মুনি এক লাথি মাইলা। লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু চরণ চাপিলা॥ সেবন দেখিয়া মুনি

লজ্জিত হইলা। অনেক প্রকারে স্তুতি তাহাঞি করিলা।। তোমাকে ব্রাহ্মণ ভজে সেই যোগ্য হয়। মোহে অন্য পুজে যদি পাষণ্ডী নিশ্চয়।। ৩১।।

তথাহি।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।। ৩২।।

নিত্যানন্দ বলেন শুনহ দ্বিজমণি। সাধু সঙ্গে কত সুখ কহ দেখি শুনি।। চৈতন্য বলেন শুন অবধৌত রায়। সাধু সঙ্গে যত সুখ কহনে না যায়।। সুখময় সাধুসঙ্গ রসের কমল। গোবিন্দ চরণ পদ্মে কল্পলতা ফল।। তাঁহার দর্শন মাত্রে আনন্দ হৃদয়ে। প্রসঙ্গ করিতে মাত্র হরি কথোদয়ে।। সে কথা শুনিতে মাত্র প্রভুর চরণে। শ্রদ্ধা ভক্তি ভাব তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।। অল্প যদি করিলেক সাধুর ভজনে। তভু ভক্তি হঞা যায় প্রভুর চরণে।। সেই সে উত্তম পথ বৈষ্ণব যে ভজে। সেই জন হয় মুক্ত সংসারের মাঝে।। বৈষ্ণব দেখিয়া যার আনন্দ অন্তর। সেই জনে কৃষ্ণ কৃপা হইবে সত্বর।। তুলনা করিব কত সতের সঙ্গম। স্বর্গ সুখ মুক্তি সুখ নহে তার সম।। সাধুসঙ্গে নিরবধি প্রেম রস কথা। মুক্তি সুখের ভুক্তি সুখের হয় ভক্তিলতা।। গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ স্নানে যত ফল। তাহার উত্তম হেন বৈষ্ণব কেবল।। বৈষ্ণবের নাম যদি করয়ে শ্রবণ। সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় শুদ্ধ হয় মন।। বৈকুণ্ঠ গমন পথ ভাগবত ভজন। অভাগিয়া লোকের ভক্তিতে নাহি মন।। কত কত জন্ম যদি পুণ্য করি থাকে। তবে সাধু পুজা করে আসি ইহলোকে।।

দুষ্ট দুরাচারী যত সব যে অধম। সাধু সঙ্গ হৈতে হয় সভার উত্তম॥ প্রেমসিন্ধু মাঝেতে থাকেন ভক্তলোক। তাঁর অবলোকন কৈলে ছুটে সর্ব্ব শোক॥ তীর্থ সেবা হইতে বৈষ্ণব সেবা বড়। কৃষ্ণভক্ত জন লোক সেবা কর দঢ়॥ বিষ্ণুপদ চ্যুত হঞা গঙ্গা ঠাকুরাণী। তাঁহা হৈতে চলি আইল ভুবন পাবনী॥ সেই সে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু সর্ব্ব তীর্থময়। বৈষ্ণব হৃদয়ে তাঁর সদাই উদয়॥ এ হেন বৈষ্ণব সেবা করিহ যতনে। প্রেমভক্তি পাবে তবে কৃষ্ণের চরণে॥ নষ্ট দুষ্ট যত লোক করে দুষ্ট কর্ম্ম। সাধু সেবা কৈলে সেহ পায় নিজ ধর্ম্ম॥ বৈষ্ণব সেবায় যার ভক্তি না জন্মিল। সেই অপরাধী লোক নিশ্চয় জানিল॥ বৈষ্ণবের পাদাম্বুজ যাবত না ভজে। তাবত প্রভুর ভক্ত মনে নাহি সুজে॥ তীর্থ সেবা শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিতে২। অনেক দিবসে মন পারে সে শোধিতে॥ বৈষ্ণব দর্শন মাত্রে অবিলম্ব কালে। মনের বৈকুল্য সর্ব্ব থাকিতে না পারে॥ বৈষ্ণব সেবা ছাড়ি তীর্থে করেয়ে গমন। বলদ গর্দ্দভ তারে করিয়ে গণন॥ দেবতার ভজন লোক করে মহাদুঃখে। বৈষ্ণবের সেবা কর রসময় সুখে॥ দেবতার ভজনেতে বড় অন্তরায়। বৈষ্ণব ভজন কৈলে বড় সুখ পায়॥ ৩২॥

তথাহি সপ্তমস্কন্ধে।

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈগৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনাস্পর্শ পাদশৌচাশনাদিভিঃ॥ ৩৩॥

সাধুকে স্মরণ কৈলে দেহ পবিত্র হয়। দর্শনে স্পর্শনে যত কেবা তা জানয়॥ ৩৩॥

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য এই কিঞ্চিত উদ্দেশ। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবে কহিব বিশেষ ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে যার আশ। বৈষ্ণব মাহাত্ম্য বীরভদ্রের প্রকাশ ॥

ইতি পাষণ্ড দলনে শ্রীবৈষ্ণব মাহাত্ম্য নাম
পঞ্চম পরিসীমা।

তং বন্দে বৈষ্ণবগুরুং পাদানন্দ সুশীতলং।
যৎ প্রসাদাত্মমাজ্ঞস্য ভক্তিশাস্ত্র বিলোকনং ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥

তথাহি সপ্তমস্কন্ধে।

নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরামুক্তিঃ নারায়ণ পরাগতিঃ ॥ ২ ॥

মূর্খ হঞা কৃষ্ণচন্দ্র যে জন ভজিল। শাস্ত্রে কহে চারিবেদ সে জন পড়িল ॥ ২ ॥

তথাহি তৃতীয়স্কন্ধে।

অহোবকীয়ং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়া পায়য়-
দপ্য সাধ্বী। লেভেগতিং ধাত্র্যচিতাং ততোন্যং,
কংবাদয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৩ ॥

অজামিল বাল্মিকীরে যে কৈল মোচন। হেন প্রভু ছাড়ি

অন্য না কর ভজন ॥ পূতনা রাক্ষসী আইল স্তনে বিষ দিয়া। মাতৃপদ দিলা তারে হর্ষযুক্ত হঞা ॥ এমন কৃপার নিধি কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া। অন্যেরে ভজিবে কেনে কিসের লাগিয়া ॥ ৩ ॥

তথাহি শাস্ত্রে।

যথাখরশ্চন্দন ভারবাহী, ভারস্য বেত্তা নতুচন্দ-
নস্য। এবংহি বিপ্রা স্মৃতিবেদপূর্ণা, মদ্ভক্তিহীনাঃ
খরবদ্বহন্তি ॥ ৪ ॥

যে জন পণ্ডিত সেই এই প্রভু ভজে। গণ্ড মূর্খ যেই সেই অন্য দেব পূজে ॥ পড়িয়া শুনিয়া যদি না ভজিল তাঁরে। গর্দ্দভের প্রায় সেই শাস্ত্র বহি মরে ॥ ৪ ॥

তথাহি একাদশস্কন্ধে।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃসহঃ।
চত্বারোযজ্ঞিরেবর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৫ ॥
যএষাং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্ম প্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৬ ॥

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥ গুণের সহিতে আর আশ্রম সহিতে। ব্রাহ্মণ জন্মিল ভগবান মুখ হৈতে ॥ বাহু হৈতে ক্ষত্রি হৈল ঊরু হৈতে বৈশ্য। পাদপদ্ম হৈতে শূদ্র জানিবা অবশ্য। জগত সংসার দেখ যাঁহা হৈতে হয়। তাঁরে নাহি ভজে সেই অধঃপাতে যায় ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বাসুদেব পরাবেদা বাসুদেব পরামখা।
বাসুদেব পরাযোগা বাসুদেব পরাক্রিয়া॥
বাসুদেব পরংজ্ঞানং বাসুদেব পরংতপঃ।
বাসুদেব পরাধর্ম্মো বাসুদেব পরাগতিঃ॥ ৭॥

সেই সে পরম বেদ যাতে কৃষ্ণ নিষ্ঠ। কৃষ্ণের সম্বন্ধ যাতে সেই যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ॥ সেই যোগ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ধ্যানেতে প্রবন্ধ। সেই ক্রিয়া ধন্য বাসুদেবের সম্বন্ধ॥ কৃষ্ণতত্ত্ব জানে যেই জ্ঞান সে অতুল। কৃষ্ণের ভজন করে তপস্যার মুল॥ কৃষ্ণের সম্বন্ধ ধর্ম্ম জানিহ কারণ। কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি এ তিন ভুবন॥ ৭॥

তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীবলভদ্র বচন।

যস্যাংঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ, মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থ তীর্থং। ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্যকলাঃ কলায়াঃ, শ্রীশ্চোদ্বহে মচিরমস্য নৃপাসনং কৃ॥ ৮॥

কৃষ্ণ সে সবার শ্রেষ্ঠ করিহ প্রতীতি। বলদেব কৈল যৈছে দুর্য্যোধন প্রতি॥ অয়ে মূর্খ কৃষ্ণ প্রতি কর উপহাস। অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হৈতে পরকাশ॥ অখিলের কর্ত্তা ব্রহ্মা দেব শিরোমণি। যাঁর পাদ রজ বাঞ্ছা করেন আপনি॥ ব্রহ্মা শিব আমি যাঁর হই অংশের অংশ। লক্ষ্মী যাঁর দাসী কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ শাস্ত্রে যাঁরে কয়। মনুষ্যের রাজা তাঁকে কোন তুচ্ছ হয়॥ ৮॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

জগত্ত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভি
নালাৎ। বিনির্গতোঽজস্ত্বিতিবাঙ্ নবৈ মৃষা, কিং
ত্বীশ্বরত্বং নবিনির্গতোঽস্মি ॥ ৯ ॥

এইত কহিলা বলদেব ভগবান। ব্রহ্মা যে কহিল তাহা কর অবধান॥ ত্রিভুবন যখনেতে সমুদ্রে মগন। তোমার নাভি-পদ্ম হৈতে আমার জনম ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতি-
রনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোঽক্ষরোঽজস্র সুখো নির-
ঞ্জনঃ, পূর্ণোদ্বয়োমুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ১০ ॥

জগতসংসারে তুমি এক ভগবান। জগতের আত্মা তুমি পুরুষ পুরাণ॥ সত্য পদার্থ তুমি স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়। অনন্ত প্রকাশ আদি সর্ব্ব বেদে কয়॥ নিত্য বস্তু হও তুমি অক্ষর অব্যয়। নিরন্তর সুখ নিরঞ্জন মহাশয়॥ পূর্ণ ভগবান তুমি অদ্বয় বিলাস। মুক্ত উপাধিক হয় অমৃত প্রকাশ ॥ ১০ ॥

তথাহি তত্রৈব।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণের মহিমা কোটি সমুদ্র অপার। কার সাধ্য আছে তাহা করিতে বিস্তার॥ যে মহিমা নাহি জানে দেব পদ্ম-যোনি। কৃষ্ণের সাক্ষাতে স্তুতি করিলা আপনি॥ যে তোমাকে জানে সে জানুক সেই জন। বহু উক্তি করি আর কোন প্রয়ো-

জন ॥ কায় মন বাক্যে ইহা কহি নিরন্তর। তোমার মহিমা মোর না হয় গোচর ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভব হেতুরাদ্যো, যোগেশ্বরৈরপিদুরত্যয়যোগমায়ঃ। ক্ষেমং বিধাস্যতিসনো ভগবাংস্ত্র্যধীশ, স্তত্রাস্মদীয় বিমর্ষেণ কিয়ানিহার্থঃ ॥ ১২ ॥

পুনর্ব্বার কহে ব্রহ্মা করিয়া বিনয়। যা শুনিয়া সর্ব্বলোক জানিল নিশ্চয় ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে আছে যত চরাচর। স্থিতি লয় উদ্ভবের তুমি অধীশ্বর ॥ শিব আদি করিয়া যতেক যোগেশ্বর। তোমার মহিমা নহে সবার গোচর ॥ যোগমায়া দাসী তোমার তুমি সে কারণ। এইবার কর কৃপা লইনু শরণ ॥ তিনের ঈশ্বর তুমি দেব শিরোমণি। তার মধ্যে ক্ষুদ্র আমি কি মহিমা জানি ॥ ১২ ॥

তথাহি তৃতীয়ে উদ্ধব বাক্যং।

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ, স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ, কিরীট কোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ১৩ ॥

এই মত ব্রহ্মা কৃষ্ণে করিলা স্তবন। উদ্ধব কহিলা তাহা শুন সর্ব্বজন ॥

দীর্ঘছন্দ। কোটি ব্রহ্মা শিরোমণি, আগমে নিগমে বাণী, যাঁর সম নাহি ত্রিভুবনে। অতিশয় নাহি যাঁর, সর্ব্ববেদ মধ্যে সার, হেন প্রভু সঙ্গে একাসনে ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এতিনের ঈশ্বর, এবাও না পায় যাঁর দেখা। গোলোকাদি যত পুরী,

সর্ব্ব ধামের অধিকারী, সে কৃষ্ণ আমারে বলে সখা ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আদি, লাবণ্যের বহে নদী, বেদে যাঁরে বলে লক্ষ্মী-নাথ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তথি, আছে যত প্রজাপতি, কটাক্ষেতে করে আত্মসাত॥ চতুর্ম্মুখ আদি করি, ভেট লঞা সারি সারি, স্তুতি করে যুড়ি দুই হাত। নাহি তাতে অবধান, হেন প্রভু ভগবান, যুকতি করয়ে মোর সাত॥ তা সবার মুকুট শিরে, মণি ঝলমল করে, কৃষ্ণ সিংহাসনে ততঃমণি। তারা দণ্ডবৎ করে, মুকুট পাদপীঠে পড়ে, মণি মণি হয় ঝনঝনি ॥ ১৩ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

গুরু র্ন সস্যাৎ স্বজনো ন সস্যাৎ, পিতা ন সস্যাৎ
জননী ন সস্যাৎ। দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চসস্যা-
ন্নমোচায়েদয়ঃ সমুপেত মৃত্যুং ॥ ১৪ ॥

চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা পঞ্চমুখেতে শঙ্কর। সহস্রমুখে গুণ যাঁর গায় মহীধর ॥ সনকাদি গুণ গায় মুনির সভায়। জীবন্মুক্ত নারদাদি নিরবধি গায়॥ হেন সব জন যাঁর না জানে মহিমা। ক্ষুদ্র হৈয়া তাঁর গুণ কে করিবে সীমা ॥ হেন কৃষ্ণ প্রতি যার হয় অনুরাগ। কৃষ্ণ লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম সব করে ত্যাগ ॥ যে কর্ম্ম করিলে জীবের হয় সর্ব্বনাশ। পরে অধঃগতি ইহলোকে উপহাস ॥ হেনকর্ম্ম করে যদি কৃষ্ণের সম্বন্ধ। কদাচিত তাহার না হয় কিছু মন্দ ॥ যাহা হৈতে মৃত্যু ভয় না হয় মোচন। সে গুরু করিবে ত্যাগ শাস্ত্রের বচন ॥ স্বজন করিবে ত্যাগ বহি-র্ম্মুখ যদি। পিতাকে করিবে ত্যাগ ভজন বিরোধি॥ সুকর্ম্ম করিতে যদি করে নিবারণ। মাতাকে করিবে ত্যাগ তাহার

কারণ॥ যাহাকে পুজিলে কৃষ্ণ ভক্তি নাহি হয়। সে দেব পুজন ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥ স্ত্রীকে করিবে ত্যাগ কৃষ্ণেতে বিমতি। স্ত্রীও করিবে ত্যাগ বহির্ম্মুখ পতি॥ এসব ত্যাগিলে কিছু নাহি প্রত্যবায়। অতএব পূর্ব্বশ্লোক কহিল নিশ্চয়॥ ১৪॥

তথাহি একাদশে।

দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাং পিতৄণাং, ন কিঙ্করোনায় মৃণীচরাজন। সর্ব্বাত্মনায়ঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যকর্ত্তুং॥ ১৫॥

এই মত সর্ব্বশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কয়। শাস্ত্র দৃষ্টে ত্যাগ কৈলে নাহি কিছু ভয়॥ সকল করিয়া ত্যাগ মুকুন্দ চরণ। শরণ লইল যেই সেই মহাজন॥ ভূতগণ নরগণ আর দেব মুনি। পিতৃলোক আদি যত কার নহে ঋণী॥ ১৫॥

তথাহি আগমে।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রিং বিধিংবিনা।
ঐকান্তিকীহরে র্ভক্তিরুৎপাতায়ৈবকল্পতে॥ ১৬॥

শাস্ত্র ছাড়িয়া যদি করে কোন কর্ম্ম। সেকর্ম্ম করিলে তার নহে কিছু ধর্ম্ম॥ বেদশাস্ত্র পুরাণ পঞ্চরাত্রি নাহি লয়। ঐকান্তিক ভক্তিতত্ত্ব উৎপাতের প্রায়॥ ১৬॥

তথাহি মহাভারতে।

অচ্যুতানন্দ গোবিন্দনামোচ্চারণ ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলান্ রোগান্ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥ ১৭

যাঁর নামে অধিকার না করে দণ্ডধর। তাঁর নাম নাহি লয় কেমন পামর॥ ঔষধে গোবিন্দ নাম যদি উচ্চারয়। ভবরোগ নাশ যায় কহিল নিশ্চয়॥ ১৭॥

তথাহি পাদ্মে।

জন্তূনাং মানবাঃ শ্রেষ্ঠা মানবানাং বহির্দ্বিজাঃ।
দ্বিজানাঞ্চযতিঃ শ্রেষ্ঠা যতীনাং বৈষ্ণব গুরুঃ ॥ ১৮ ॥

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য গ্রন্থে আছয়ে ব্যাপিত। অতএব লিখি ইহাঁ কেবল কিঞ্চিত ॥ কত কত জীবগণ সাধুসঙ্গ পায়্যা। মহৎ পদ পাইল তারা অকিঞ্চন হয়্যা ॥ ব্যাধ আদি দুরাচার কত পাপ মতি। সাধুসঙ্গে পাইল তারা প্রভুর ভকতি ॥ এ হেন বৈষ্ণব সব মহা কল্পতরু। দুষ্ট সঙ্গ ছাড়ি ভজ শ্রীবৈষ্ণব গুরু ॥ অগ্নি সেবা হৈতে যেন শীত পায় নাশে। অন্ধকার নাশে যেন প্রদীপ প্রকাশে ॥ কর্ম্ম জন্ম ঘুচে সবপ্রভুর ভজনে সংসার বিপত্তি ঘুচে সাধু দরশনে ॥ এ হেন বৈষ্ণব গুণ কি কহিব আর। বৈষ্ণব ভজন কর সর্ব্ববেদ সার ॥ সকল জন্তুর শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সকল। চারিবর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কেবল ॥ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হয় যত ন্যাসী যতী। ন্যাসী হৈতে শ্রেষ্ঠ অব-ধৌত মহামতি ॥ তাহার পরম শ্রেষ্ঠ পরমহংস সব। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় ঠাকুর বৈষ্ণব ॥ ১৮ ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

অগ্নিগুরুর্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরুঃ।
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবোগুরুরগ্নি সূর্য্যাদিবৌকসাং ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। সমস্ত বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ॥ অগ্নি সূর্য্য আদি করি যত দেবগণ। বৈষ্ণব সবার গুরু ভুবন পাবন ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

নিম্নগানাং যথাগঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।

বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ২০॥

নদীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা গঙ্গাঠাকুরাণী। দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ শিরোমণি॥ বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব শূলপাণি। পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত জানি॥ ২০॥

তথাহি পাদ্মে।

দ্বিজোঽপি বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমেণ পুটাঞ্জলিঃ।
নমস্কারং নকুর্য্যাদ্‌যঃ কুম্ভীপাকং সগচ্ছতি॥ ২১॥

দ্বিজ যদি বৈষ্ণবের দরশন পায়। নমস্কার না করিলে কুম্ভীপাকে যায়॥ ২১॥

তথাহি শ্রীদশমে।

ক্বাহংতমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘট-
সপ্তবিতস্তিকায়ঃক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরানুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্যচ তে মহিত্বং॥ ২২॥

বৈষ্ণব গোসাঞিও জয় জগতের আর্য্য। তাঁহার মহিমা যত সকলি আশ্চর্য্য॥ বৈষ্ণব চরিত্র যশ সমুদ্র গম্ভীর। বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥ বৈষ্ণবের গুণ যশ পারাবার সিন্ধু। তাঁর কৃপা যারে সেই ছোঁয় এক বিন্দু॥ বৈষ্ণবের কৃপা নাহি পাণ্ডিত্যের সীমা। তথাপি না জানে তাঁর কিঞ্চিৎ মহিমা॥ বৈষ্ণব গোসাঞি যারে কৃপা দৃষ্টে দেখে। পঙ্গুতে পর্ব্বত লংঘে অন্ধে পুথি লেখে॥ বধিরে শুনিতে পায় দেবতার বাণী। মূকগণে গীত গায় অমৃত কাহিনী॥ মূর্খ হৈয়া বেদ পড়ে না জানে অক্ষর। তাকে নমস্কার করে যমের কিঙ্কর॥ না ভজিল হেন প্রভু বৈষ্ণব ঠাকুর। বৃথা জন্ম হৈল তার শৃগাল কুক্কুর॥ বৈষ্ণব দেখিয়া যে না কৈল নমস্কার।

জনমিয়া কেনে নাহি মৈল দুরাচার ॥ এ জন্মে বৈষ্ণব মুখে নাহি দিল ভক্ষ্য। মনুষ্য শরীর তভু যেন ভুতযক্ষ ॥ বৈষ্ণবের গুণ যশ সমুদ্র তরঙ্গ। শুন সর্ব্বজন কিছু আইল প্রসঙ্গ ॥ জম্বুদ্বীপ নবখণ্ড অতি সে বিস্তার। সমুদ্রের মধ্যে সেহ অতি অল্প তর ॥ সমুদ্র বেষ্টিত চরাচর যত প্রাণী। তাহাকে করিল পান অগস্ত্যক মুনি ॥ সমুদ্র হইতে বড় মুনি সে প্রধান। আকাশেতে সেহ মুনি নক্ষত্র সমান ॥ আকাশ বিস্তীর্ণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। বিষ্ণুএক পদে তাহা কৈল আচ্ছাদন ॥ স্বর্গ মর্ত্য ঢাকিল যাঁহার পদতলে। হেন বিষ্ণু পদ ভক্ত হৃদয় কমলে ॥ এ মহিমা কহিলাম অতি অল্পরূপে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে ॥ ইহার প্রমাণ সবে শুন ভাগবতে। ব্রহ্মা যবে স্তব কৈল গোপাল সাক্ষাতে ॥ কৃষ্ণের সাক্ষাতে ব্রহ্মা যোড় হাতে কহে। কোথা আমি কোথা তুমি তুলনা না হয়ে ॥ মায়া মহত্তত্ব বস্তু আর অহঙ্কার। আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী বিস্তার ॥ ইহাতেই অণ্ডচৌদ্দ ভুবন যাহাত। তার মধ্যে মোর দেহ সাড়ে তিনহাত ॥ এমন ব্রহ্মাণ্ড কত গণনা না যায়। যাঁর লোম রন্ধ্রে ফিরে ত্রসরেণু প্রায় ॥ তোমার মহিমা কিছু কহিলাম আমি। হয় কি না হয় ইহা দেখ প্রভু তুমি ॥ ২২ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,জীবন্তিলোমবিল-
জাজগদণ্ড নাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা
বিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৩

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত অঙ্গে করে বাস। হেন কৃষ্ণ হয় ভক্ত

হৃদয়ে প্রকাশ॥ এমহিমা মধ্যম হয় শুন কহি আর। যাঁহার নিশ্বাসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রচার॥ ব্রহ্ম সংহিতাতে আছে ব্যাসের বর্ণন। যাহা শুনি চমৎকার হয় ত্রিভুবন॥ কারণাব্ধে জ্যোতির্ম্ময় কহে নিরঞ্জন। যাঁর এক শ্বাসে কাল ব্রহ্মার জীবন॥ সেহ মহা বিষ্ণু যাঁর এককলা গণি। সে গোবিন্দ ভজি আমি সর্ব্ব শিরোমণি॥ ২৩॥

মহা বিষ্ণু অংশ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর সদা অধিষ্ঠান॥ ইহার প্রমাণ সব পুরাণেতে লেখা। পুরাণ পঢ়িলে তিন পাইবেক দেখা॥ বলিকে ছলিয়া নিল রসাতল পুরী। ব্রহ্মা যবে স্তুতি কৈলা ধেনু বৎস হরি॥ ব্রহ্মসংহিতা হয় সিদ্ধান্ত বিশেষ। পাষণ্ডদলন গ্রন্থ হৈল অবশেষ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে যার আশ। পাষণ্ডদলন বীরভদ্রের প্রকাশ॥

ইতি পাষণ্ড দলনে ষষ্ঠ পরিসীমা
সমাপ্তোঽয়ং।